CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 June 2022 ■ আগরতলা ১১ জুন, ২০২২ ইং ■ ২৭ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মন্ত্রী রামপদ ফের আক্রান্ত, মথার তান্ডবে উত্তপ্ত সিমনা, পুলিশকর্মী সহ রক্তাক্ত তিন

কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার দশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। লাগাতর হামলার শিকার হচ্ছেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া। গতকালের পর আজ ফের তাঁর অনুষ্ঠানে হামলা হয়েছে। গাড়ি ভাংচুর করেছে। তাতে, পুলিশ কর্মী সহ তিনজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাধ্য হয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ করতে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। ওই ঘটনায় সন্দেহজনক ১০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। প্রসঙ্গত, গতকাল বৃহস্পতিবার জম্পুইজলায় তাঁর উপর হামলা হয়েছিল।

মোহনপুর এসডিপিও কমল বিকাশ মজুমদার বলেন, সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন দারগাবাড়ি স্কুলে প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া এবং স্থানীয় নেতা মঙ্গল দেববর্মা অংশ নিয়েছিলেন। হটাৎ স্থানীয় মহিলারা অনুষ্ঠান স্থলে পৌছে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং শ্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত অনুমান করতে পেরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছিল এবং নেতাদের সেখান থেকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, জানান তিনি।

তিনি আরও জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়েছে। বিশাল সংখ্যায় টিএসআর এবং পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মহিলাদের ইটপাটকেলে এক পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়াও আরও দুইজন আহত হয়েছেন, বলেন তিনি।

বিক্ষুব্ধ মহিলাদের বক্তব্য, প্রশাসনিক শিবিরকে বিজেপি নেতারা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিবর্তিত করেছিলেন। স্থানীয়দের না জানিয়ে ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া, প্রশাসনিক শিবিরে রাজনৈতিক দলের নেতারা কেন থাকবেন সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েই তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তাঁদের সাফ কথা, প্রশাসনিক শিবিরের মোড়কে রাজনৈতিক কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যথা, এলাকার সমস্ত মানুষকে শিবির সম্পর্কে অবগত করা হতো।

এ-বিষয়ে বিজেপি জনজাতি মোর্চার সহ সভাপতি তথা মোহনপুর মহকুমা জনজাতি আবাসের চেয়ারম্যান মঙ্গল দেববর্মা বলেন, অনুষ্ঠান ঠিকমতই চলছিল। প্রধান অতিথির ভাষণ দেওয়ার জন্য জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভা নির্বাচনে রাজস্থানে তিনটি আসনে জয়ী কংগ্রেস একটিতে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.)।। রাজ্যসভা নির্বাচনে রাজস্থানে বাজিমাত করেছে কংগ্রেস। শুক্রবার রাজস্থানের মোট চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসজয়ী হয়েছে তিনটিতে। বিজেপি পেয়েছে একটি আসন।পরাজিত বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী তথা মিডিয়া ব্যারন সুভাষ চন্দ্রা।

শুক্রবার রাজ্যসভা নির্বাচন ঘিরে ছিল টানটান নাটক। ক্রস ভোটিংয়ের গেরোয় পড়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি দু'দলই। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজস্থানে বাজিমাত করেছে কংগ্রেস। পরাজিত বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী তথা মিডিয়া ব্যারন সুভাষ চন্দ্রা। রাজস্থানের মোট চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসজয়ী হয়েছে তিনটিতে। বিজেপি পেয়েছে একটি আসন। কংগ্রেসের হয়ে এবার রাজ্যসভায় যাচ্ছেন প্রমোদ তিওয়ারি, মুকুল ওয়াসনিক ও রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। চতুর্থ আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ঘনশ্যাম তিওয়ারি।

এদিন রাজস্থানে চারটি আসনের জন্য ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। সে রাজ্যের বিধানসভার অঙ্ক অনুযায়ী দু'টি আসনে কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত ছিল। আর বিজেপির জয় নিশ্চিত ছিল একটি আসনে। লড়াই ছিল মূলত চতুর্থ আসনের জন্য। কংগ্রেসের তৃতীয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওড়িশা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে শপথ নিলেন শুভাশীষ তলাপাত্র

ভুবনেশ্বর, ১০ জুন (হি. স.) : ওড়িশা হাই কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ আজ নিলেন বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র। তিনি ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আজ ওড়িশা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডা: এস মুরলীধর তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

২০১৩ সালে ত্রিপুরা হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র ত্রিপুরায় উচ্চ আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সামলেছেন। দীর্ঘ সময় ত্রিপুরা হাই কোর্টে কর্মরত থাকার পর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁর বদলির প্রস্তাব করেছে। সে মোতাবেক ওড়িশা হাইকোর্টে তাঁকে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে বর্তমানে ওড়িশা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সহ মোট বিচারপতির সংখ্যা ২৩। আজ বিচারপতি সঞ্জয় কুমার মিশ্রও শপথ নিয়েছেন।এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতা মোহন জমাতিয়া এবং বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্রের ছেলে সায়ন্তন তলাপাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি তলাপাত্র ত্রিপুরা হাই কোর্টে থাকাকালীন বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায় দিয়েছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বিএসসি নার্সিং পাস নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার মনপাথরীর লক্ষীপুর এলাকায় কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম শ্যামল দেবনাথ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত নির্মাণ শ্রমিকের নাম শ্যামল দেবনাথ বয়স (২৬)। বাড়ি গর্জনিয়া এলাকায়।

সম্প্রতি বিএসসি নার্সিং কোর্স শেষ করে পিতার মৃত্যু হওয়ায় বাড়িতে এসেছেন ওই যুবক। নার্সিংয়ের কাজ না পেয়ে নির্মাণ শ্রমিকের কাজে যোগ দেন তিনি। লক্ষ্মীপুর এলাকার মুরারি দেবনাথের বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলার সময় লোহার পিলার বসাতে গিয়ে হঠাৎই অসতর্কতার কারণে রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সাথে লোহার পিলারের সংযোগ ঘটে যায়। এতে বিদুৎ এর সংস্পর্শে চলে আসে তিন শ্রমিক। একজন বেঁচে গেলেও অপর দুই জন গুরুতর আহত হন। সাথে সাথে তিনজনকে বড়পাথরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে শ্যামলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। অপর নির্মাণ শ্রমিক বিপ্লব দাস গুরুতর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অভ্যাস নেই, তবুও বাধ্য হয়ে উপনির্বাচনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে গেলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। সম্ভবত এই প্রথম নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। কুড়ি বছরের দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়কালে তাঁকে এভাবে প্রচারে নামতে দেখা গেছে বলে অনেকেই মনে করতে পারছেন না। ফলে, প্রচারে বেরিয়ে মানুষের সাড়া সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতির সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন হয়তো।

প্রখর রোদে নির্বাচনী প্রচারের বাড়ি বাড়ি ঘোরার অভ্যাস নেই তাঁর। একপ্রকার বাধ্য হয়েই বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছেন তিনি, এমনটাই মনে হচ্ছে। তাই হয়তো বেফাঁস বলে ফেলেছেন, সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতিতে বুঝে নিতে হবে প্রচারে মানুষের সাড়া মিলছে।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই প্রচারে সাড়া জাগানোর চেষ্টা করছেন বিভিন্ন দলগুলি। প্রতিদিন পালা করে চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার অভিযান। আজও সকাল থেকেই শুরু হয় বাড়ি বাড়ি প্রচার। বামফ্রন্ট মনোনীত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী রঘুনাথ সরকার রামনগর ৭ নম্বর রোডে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীর আক্রমণে গুরুতর মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে প্রতিবেশীর আক্রমণে এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত মহিলার নাম সঙ্গীতা তাতী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবস্থা আশংকজনক হওয়ায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তের নাম রঞ্জিত তাঁতী। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে জলাশয়ে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। মাছ ধরতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনক ভাবে লাশ হয়ে ফিরলেন ৫৫ বছরের এক বৃদ্ধ। মৃত বৃদ্ধের নাম প্রবিন্দ্র নাথ। উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর বিধানসভার অন্তর্গত পশ্চিম রাধাপুর গ্রামে ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে পশ্চিম রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডে একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল ও বিদ্যুতের দাবীতে সোনামুড়া-আগরতলা সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। পানীয় জল এবং বিদ্যুতের দাবিতে শুক্রবার সোনামুড়া-আগরতলা সড়ক অবরোধ করেন রাঙ্গামাটি এলাকার বাসিন্দারা। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছিল।

জানা গেছে, ছয় মাস ধরে পানীয় জল না পেয়ে সোনামুড়া টু আগরতলা সড়ক অবরোধ করে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাবাসী। এক দিকে বিদ্যুৎ এর সমস্যা, অন্যদিকে জলের সমস্যা। এই সব কারনে নাজেহাল ওই গ্রামের সাধারণ জনগণ। পানীয় জল এবং বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানের জন্য এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরেই স্থানীয় প্রশাসন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরের কর্মকর্তাদের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই রাঙ্গামাটি এলাকার জনগণ শুক্রবার রাঙ্গামাটি এলাকায় আগরতলা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

দীর্ঘক্ষণ অবরোধের ফলে অবরুদ্ধ পাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করেছিল। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছুটে যান। প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এসপিও জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০জুন।। কল্যাণপুরে এসপিও জওয়ানের আত্মহত্যা। একের পর এক আত্মহত্যার ঘটনা। কয়েকদিন পর পর কল্যাণপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা চলছে।

আবারো কল্যাণপুর থানা এলাকায় দাউছড়া গ্রামে শৈলেন্দ্র বর্মন। বয়স ৪০। পেশায় এস পি ও জওয়ান। আজ সকালে বাড়ির লোকেদের অজান্তে বাড়ির পাশে একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডিমসাগরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানাল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের লেইক চৌমুহনী সংলগ্ন ডিমসাগর থেকে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে এই মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, প্রাতঃভ্রমণকারীরা মৃতদেহটি লেইকের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এখনো পর্যন্ত মহিলাকে শনাক্ত করা যায়নি। সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে সিপিআইএম রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সিপিআইএম দলের তরফ থেকে আজ পশ্চিম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা ফের চালু, প্রথমদিনে যাত্রী ২৮ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। করোনার প্রকোপ এবং প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে অবশেষে আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা যাত্রী বাস পরিষেবা পুণরায় চালু হয়েছে। তাতে ১৯ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে কলকাতা পৌছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। আজ প্রথম দিনে ২৮ জন যাত্রী ওই বাসে চড়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন ভারতীয় এবং ৬ জন বাংলাদেশী রয়েছেন। যাত্রীদের অধিকাংশই বাংলাদেশে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছেন। এই বাস পরিষেবার সূচনা করে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় বলেন, ত্রিপুরায় যোগাযোগের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। রেলপথে ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুহুর্তে এই পরিষেবায় ত্রিপুরাবাসী অনেকেই উপকৃত হবেন।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১৩ মার্চের পর থেকে করোনা মহামারির জেরে ওই বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল। পুণরায় চালুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনি জটিলতা কাটিয়ে অনুমতি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ত্রিপুরা সরকারের পরিবহণ দফতর গত ১২ এপ্রিল আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা চালু করার অনুমতি প্রদান করেছিল। সে মোতাবেক সমস্ত আয়োজন করা হয়েছিল। গত ২৮ এপ্রিল বাস পরিষেবা শুরুর প্রস্তুতি নিয়েও শেষ মুহুর্তে আটকে গিয়েছিল। দুই দেশের বিদেশ মন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি সঠিক সময়ে না পৌছেনি, তাই ওইদিন পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি। তবে, শীঘ্রই সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে বাস পরিষেবা পুন: চালু করা হবে বলে ত্রিপুরা সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

সে মোতাবেক, আজ আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা পুণরায় চালু হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ওই পরিষেবার সূচনা করেছেন। এদিন পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার এক ও অভিন্ন হৃদয়। ভাষা, পোশাক, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবেতেই মিল রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় যোগাযোগ ক্ষেত্র বিরাট প্রসারিত হচ্ছে। সড়ক পথে সাবরুম দিয়ে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হচ্ছে। রেলপথে যোগাযোগ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। খুব শীঘ্রই জলপথেও ত্রিপুরা জুড়তে চলেছে বাংলাদেশের সাথে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিমান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটাধিকার প্রয়োগ একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। বিশেষ করে যুব, বয়স্ক এবং দিব্যাঙ্গ অংশের ভোটারদের ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ খুবই জরুরী। নির্বাচন কমিশন চায় যাতে প্রত্যেক ভোটার ভোটদানের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। আজ আগরতলার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের মাতঙ্গিনী প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত ভোটার সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে একথা বলেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বিষয়ক সাধারণ পর্যবেক্ষক ডঃ পার্থ সারথি মিশ্র। রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের উদ্যোগে এদিন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে এই ভোটার সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বিষয়ক সাধারণ পর্যবেক্ষক ডঃ পার্থ সারথি মিশ্র। শুরুতেই হলঘরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা২৫৩◘ ১১ জুন ২০২২ইং ◘২৭ জ্যৈষ্ঠ ◘ শনিবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সুদের হার হ্রাসে বিপাকে আমানতকারীরা

মার্কিন ডলার অনুপাতে ভারতের টাকার মূল্য দিন দিন হ্রাস পাইতে শুরু করিয়াছে। শুক্রবার ভারতীয় টাকার মূল্য সবচাইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছে। মার্কিন ডলারের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার আনুপাতিক হার সর্বক্ষেত্রেই সর্বক্ষেত্রেই বিস্মৃত হইয়া থাকে। ইহার উপর নির্ভর করে ভারতের অর্থনীতি। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য ক্রমশ কমিতে থাকায় ব্যাঙ্ক গুলিতে সুদের হার ক্রমশ কমিতেছে। সুদের হার কমে যাওয়ায় আমানতকারীদের সর্বনাশ হইতে শুরু করিয়াছে। সবচাইতে জটিল সমস্যায় পড়ি আছেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। বিশেষ করিয়া যেসব অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ব্যাংকে টাকা আমানত রাখিয়া সুদের টাকা দিয়া সংসার চালায় তাহারা বিপাকে পড়িয়াছেন।দেশে ব্যাঙ্কগুলি যে পরিমাণ সুদ গচ্ছিত অর্থের বিনিময়ে প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুদ মিলিতেছে না। ফলে বিশেষ করিয়া বার্ধক্যে সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন অসংখ্য মানুষ। ইহার তাই কোনভাবেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এবং ভারত সরকার ও স্বীকার করিতে পারিবে না। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের ভাগ্য নিয়ে খেলা খেলিবার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে সরকার।জীবনের শেষ সম্বলটুকু নিয়া আরও বড় ফাটকা খেলার কথা ভাবছে সরকার। সাধারণ চাকরিজীবী মানুষের কর্মজীবনের শেষ সম্বল হইল প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ব্যাঙ্ক বা অর্থলগ্নি সংস্থায় ফিক্সড ডিপোজিট রাখিয়া প্রতিমাসে সুদ বাবদ যে সামান্য অর্থ পাওয়া যায়, তাহার থেকে পিএফের সুদের হার বেশি। চাকরিজীবীদের ভরসার জায়গা এই পিএফ। কিন্তু মোদি জমানায় ব্যাঙ্ক ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার যেমন দফায় দফায় কমিয়াছে, তেমনই গত চল্লিশ বছরের মধ্যে পিএফে সুদের হার হইয়াছে সর্বনিম্ন। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তে সঙ্গত কারণেই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রহিয়াছে। সেই ক্ষোভের আগুন চাপা দিতে না পারিয়া আরও বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নিতে চলিতেছে কেন্দ্র! পিএফের জমানো অর্থ আরও বেশি পরিমাণে শেয়ার বাজারে লগ্নি করিতে চাইছে তাহারা। সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনই ইঙ্গিত দিয়াছেন দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা। এমন ভাবনাচিন্তার কারণ হিসেবে অদ্ভুত সব যুক্তিও খাড়া করা হইয়াছে। যুক্তি হইল, পিএফের সুদ কমিয়া যাওয়ায় অসুবিধায় পড়া জনগণকে কিছুটা সুরাহা দিতে আরও বেশি টাকা শেয়ারে লগ্নির কথা ভাবা হইতেছে। শেয়ারে লগ্নি করিলে ভালো রিটার্ন মেলে। তাই এমন পরিকল্পনা। নিঃসন্দেহে এমন ভাবনা মানুষের দুশ্চিন্তা বাড়াইবে। কারণ সকলেই জানেন, শেয়ারের ওঠানামা নির্ভর করে মূলত বাজারের ভালোমন্দের উপর। এটা একপ্রকার ফাটকা খেলাই। এখানে লগ্নি করিয়া কেউ আমির হতে পারেন, আবার হতে পারেন ফকিরও। শেয়ারে লগ্নির বিষয়টা অনেকটা সাপলুডো খেলার মতো। ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। সাপ-লুডো খেলায় যেমন মইয়ের ডগায় উঠিয়াও একেবারে নীচে নামিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়, ঠিক তেমনই শেয়ার বাজারের ওঠানামার উপর নির্ভর করে রিটার্ন মেলার বিষয়টি। কেন্দ্র দেশের কয়েক কোটি পিএফ গ্রাহকের জমানো তহবিলকে শেয়ারমুখী করিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যতকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে চাইছে। এই সর্বনাশা পথ গ্রহণের বিষয়টি এখন স্রেফ একটা বৈঠকের উপর নির্ভরশীল।এমন নয় যে পিএফের অর্থ শেয়ার বাজারে লগ্নি করে না সরকার। বর্তমান নিয়মানুযায়ী, পিএফের বিপুল অর্থ কোন খাতে লগ্নি করা হইবে তা ঠিক করে অছি পরিষদ। সেইমতো এই তহবিলের ৪৫ শতাংশ অর্থ লগ্নি করা হয় সরকারি খাতে। বিভিন্ন ঋণপত্র ও ব্যাঙ্কের বিভিন্ন স্থায়ী আমানতে লগ্নি করা হয় ৩৫ শতাংশ অর্থ। মানি মার্কেটে ৫ শতাংশ অর্থ। আর শেয়ার বাজারে ৫-১৫ শতাংশ অর্থ লগ্নি করা যায়। এই সর্বোচ্চ হার ১৫ শতাংশ থেকে বাড়াইয়া ২০ শতাংশ করার পরিকল্পনা রহিয়াছে কেন্দ্রের। আগামী জুনে অছি পরিষদের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা। প্রশ্ন হইল, যে পিএফের অর্থ সাধারণ কর্মচারীদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা দেয় সেই টাকার একটা বড় অংশ শেয়ার বাজারে খাটানোর যৌক্তিকতা আছে কি? যে যুক্তিতে এমন ভাবনাচিন্তা অর্থাৎ ভালো রিটার্ন, সত্যিই যদি তাহা হয়, তাহা হইলে সেই টাকা কি গ্রাহককে দেবে সরকার? এই বিষয়টিকে স্পষ্ট না করিয়াই পিএফ নিয়ে ফাটকা খেলার পরিকল্পনা করা হইতেছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, কেন সাধারণ মানুষের বেতন থেকে পিএফ বাবদ কাটিয়া নেওয়া টাকা এবং কর্মদাতা সংস্থার জমা করা টাকার দিকে নজর দিয়া সরকার আর্থিক অনিশ্চয়তার দিকে পিএফ গ্রহককে ঠেলিয়া দেওয়ার কথা ভাবছে? শেয়ারে যেহেতু উত্থানপতন ঘটে, তাই সারা কর্মজীবনের সঞ্চয়ের একটা বড় অংশ শেয়ার বাজারে খাটানোর ভাবনায় আশ্বস্ত থাকিতে পারিতেছেন না চাকরিজীবীরা। কারণ সরকার ভাবছেই না দেশের একটা বড় অংশের মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি এর সঙ্গে যুক্ত।

পিএফে সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় সর্বত্রই মানুষ ক্ষুব্ধ। শুধু তাই নয়, পিএফের সুদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি টালবাহানায় মোদি সরকারের ব্যর্থতা প্রকট হইয়াছে। দশমাস পর ২০২০-২১ সালের সুদ মিলিয়াছে এবছর জানুয়ারিতে। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সংসার চালাইতে যখন মানুষ হিমশিম খাইতেছে তখন পিএফের সুদের হারও কমাইয়া দিয়াছে কেন্দ্র। পিএফ থেকে যাঁহারা পেনশন পান তাঁহারাও বঞ্চিত হইতেছেন। গ্রাহকের স্বার্থের কথা না ভাবিয়া রিটার্ন বেশি পাইতে মরিয়া সরকারের নজর এবার পিএফ তহবিলের দিকে। পিএফের টাকা বেশি করিয়া শেয়ার বাজারে খাটানোর ভাবনাচিন্তাতেই রহিয়াছে যথেষ্ট ঝুঁকি। জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ এই সরকার চাকরিজীবীদের শেষ সঞ্চয়টুকু নিয়াও ঝুঁকিপূর্ণ ফাটকা খেলা খেলিতেছে। তাঁহাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। অবিলম্বে এমন বিপজ্জনক ভাবনাচিন্তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করেন কর্মচারী সমাজ। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে সময় উপযোগী উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কর্মচারী সমাজ সরকারকে কোনভাবেই ক্ষমা করিবে না। এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারকে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় ইহার জন্য সরকারকে মাশুল দিতে হইবে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির নিয়া এসব বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। জীবন যৌবন উজাড় করিয়া যেসব সরকারি কর্মচারী পরিষেবা প্রদান করিয়াছেন তাহারা জীবন সায়াহ্নে এহেন বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুক্ষিন হইলে তাহাদের পরিবার প্রতিপালন করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। একথা অনস্বীকার্য যে বার্ধক্য জীবনে নানা রোগব্যাধি নানা ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা করিবার তাগিদে যে অর্থের প্রয়োজন তাহা নিশ্চিত করা কষ্টকর হইয়া ওঠে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কিংবা অন্যান্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদের উপর নির্ভরশীল থাকেন। ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের সঠিক পরিমাণ সুদ না পাইলে তাহাদের সমস্যা যে কতটা জটিল আকার ধারণ করে নানা ঘটনাবলী তাহার প্রমাণ বহন করিতেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে জম্মু ভাদেরওয়াহ শহরে উত্তেজনা, কারফিউ জারি, বন্ধ ইন্টারনেট

জম্মু, ১০ জুন(হি.স) : সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নিয়ে উত্তেজনার কারণে জম্মুর ডোডা জেলার বাদেরওয়াহ শহরে শুক্রবার ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি জারি করা হয়েছে কারফিউও।

সোশ্যাল মিডিয়া একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জম্মুর বাদেরওয়াহের একটি মসজিদ থেকে উসকানিমূলক ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে বলে ভাদেরওয়াহ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভদেরওয়াহ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইন কেউ নিজে হাতে তুলে নিলে তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কিশতওয়ার ও রামবান জেলায় কারফিউ জারি করার পাশাপাশি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে।'

সমন্বয় আসুক মানবিকতার পথ বেয়ে

মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

রাজনীতি ও ক্ষমতার স্বার্থে সুস্পষ্ট মেরুকরণ হয়ে চলেছে আমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে। তাকে আরও প্রকট করে তুলতে ধর্মভাবনা, শিক্ষা সাহিত্য, ইতিহাস চিন্তায় লেপে দেওয়া হচ্ছে ধর্ম বিভেদের প্রলেপ। এই মেরুকরণ ঘটাতে এমন এক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হচ্ছে যাতে বোঝানো হচ্ছে আমাদের এ দেশ সংখ্যাগুরুর দেশ। তাই অন্যকে হীনপ্রতিপন্ন করতে তাকে দখলদারী বানাও, তাকে বহিরাগত হিসাবে চিহ্নিত করো। তাই প্রয়োজন ইতিহাস সংস্কৃতি ও পাঠ্যবিষয়কে পাল্টানো। তাই বিভেদের মধ্যে দিয়ে অন্যকে হীন প্রতিপন্ন করো। সমাজরাষ্ট্র যখন মানুষের সমস্যা দূর করতে পারছে না, তখন এমন এক অযৌক্তিক মন, ধারণা করো যাতে যুক্তি মননের শিরদাড়া বেঁকে যায়।

ধর্মনিরপেক্ষতার জাতীয়তাবোধ ভুলে যাক, ধর্মীয় জাতীয়তার আবেগ নিয়ে সবাই মত্ত থাকুক। আর ক্ষমতাসীন করে শাসন ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতায় কায়েম থাকা যাবে। যুক্তির দৃষ্টিকে অস্থচ্ছ করতে ধর্মের সুড়সুড়ি যেহেতু সবচেয়ে মধ্যযুগের ইতিহাস বিকৃত করাও সহজ হয়। অযোধ্যা, মথুরা, কাশীধাম নিয়ে আবেগও তৈরি করা যায়। তাই তাজমহলের মতো সমাধি সৌধের শৌচালয়ের পাশে দেবতা মূর্তির খোঁজ করা যেতে পারে। জলের ফোয়ারার মস্তকে শিবলিঙ্গ বলে চিহত করাও সহজ হয়। এইভাবে আমাদের মতো গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মাবেগ আসছে না, নেমে আসছে ধর্মান্ধতার আবরণ হাজারো সমস্যার মধ্যে ধর্ম বিভাজনের সুচতুর পরিকল্পনা আমাদের সামাজিক অবস্থাকে আরও অস্থির করে তুলেছে। ইতিহাসের প্রাচীন পাতায় চোখ রাখুন। বৈদিক যুগের সময় থেকেই ধর্ম ভাবনা বর্ণভেদের বিভাজনকে নিয়েই সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। এক সময় এল আর্য অনার্ধদের। বৌদ্ধধর্ম উত্থানের যুগে মানুষ কিছুটা বর্ণবাদহীনতার ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলেও ইতিহাসের প্রতিটি পালা বদলে এই দ্বন্দেরই ধারা অব্যাহত থেকেছে। এই ধারাবাহিকতা আমরা বহন করে চলেছি আজও। ধর্ম যখন মানুষের হৃদয় জয় করে তখন তা পুণ্যময়। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের বুকে, এই পুণ্যময় অনুভূতিতে মিশে গিয়েছিল কালোক্রোত। সুদূরকাল থেকেই চলে আসছে এই বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল এবং সুগঠিত। চলেছিল নানান সামাজিক ছন্দ নিয়ে ক্ষয়, হতাশা আর যন্ত্রণার যুগ। এই ধারাবাহিকতায় মধ্যযুগ অতিক্রম করে উপনিবেশিক শাসনের সময়পর্ব পেরিয়ে এসেছি। ভারতবর্ষকে মহামানবের সাগরতীরে হিসেবে বুঝেও সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি বিভাজনের সব উপকরণ। অথচ ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্যের মধ্যে মিশে আছে অপরকে আপন করে নেওয়ার গৌরবের দিক। বহু ধর্মের মতো বহু ভাষাকেও কথ্য ভাষা, সাহিত্যের ভাষায় মেলাতে পেরেছি। বহু জনজাতির আগমণের মধ্যে দিয়ে বহু সভ্যতার স্রোত বয়ে গেছে আমাদের দেশে।

এখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় বিভাজনের মেরংকরণ কোন অবস্থা তৈরি করছে, এটা লক্ষ্য করার বিষয়। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে ভোট ব্যাঙ্ক কাড়াকাড়িতে নির্লজ্জ মেরুকরণ যেভাবে ঘটেছে, তা আমাদের অমারাত্রিতে সাম্প্রদায়িক বিবেদকামীতা সারা বিশ্বে আমাদের অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে অপবিজ্ঞান, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাসের চর্চা। এখন বিভাজনের আঘাত আসছে আরও সুচতুর নির্মমতায়। ধর্মীয় উস্কানি কাজে না লাগলে কেউ তখন দেশদ্রোহী কেউ বহিরাগত দিল্লির জাহাঙ্গির পুরী, শাহিনবাগের প্রতিবাদী মঞ্চ গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে নেমে এসেছে যন্ত্রদানব বুলডোজারের আঘাত। পুনর্বাসন ছাড়াই উজাড় করা হচ্ছে মানুষের আস্তানা। বলা হচ্ছে এ হল অবৈধ নাগরিকের অবৈধ বাসভূমি। এই আক্রমণ যেমন ঘরের পাঁচিল ভাঙছে তেমনি পাঁচিল গড়ছে ধর্মীয় বিভেদের। মানুষের জীবনের মূল সমস্যাকে ভুলিয়ে রাখতে ভেঙে পড়া অর্থনীতির চালকদের এ এক অভিনব ঘৃণ্য দমন প্রয়াস। এই পীড়নের মধ্যে জীবনকে ঘিরে থাকা এত সংকটের মধ্যেও আমরা নিজের দল, নিজের নেতা, নিজের বিশ্বাসের বৃত্তে ঘুরে চলেছি। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির আগুনে গুড়ে পুড়ে আমরা আগুনের আঁচ সহ্য করেও মুখ ফিরিয়ে আছি- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়। যে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে ধর্মবিশ্বাসগুলি জন্ম নিয়েছিল তা সুপ্রাচীনকাল থেকে নিজের বৃত্তের বাইরে প্রসারিত হয়েছে, ব্যপ্ত হয়েছে সর্বমানবেরর মধ্যে। মতবাদের স্রষ্টারা। পরস্পরের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেননি। অথচ তাঁদ্রেদের অনুগামীরা সর্বদাই যুযুদান। গত নির্বাচনগুলিতে বিভেদ রাজনীতির এই গরল আমরা আকণ্ঠ পান করে গেছি। দুঃখের বিষয় প্রতিবাদ ও প্রশ্নের যুগ অনেকটাই ফুরিয়েছে। যথার্থ প্রতিবাদের ভাষাও যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। আসলে আমরা যুক্তি ভাবনাই হারিয়ে ফেলছি। ক্ষমতালোভী বিভেদকামী শক্তি মেরুকরণের উপর ভর করে এই বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছে। সমন্বয়ের চেতনা তাই বার বার বাধাপ্রাপ্ত ত্তহচ্ছে। আমার ইষ্টদেবতার নাম আমি গদি দখলের স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করব-ত্ত বিভাজনের টিন অরিন মর করে বিভাজনের রাজনীতি যেভাবে নবুই দশকের গোড়ায় শুরু হয়েছিল তার ফল হয়েছে ভয়াবহ। সমন্বয়ের বদলে মানুষ হয়েছে বিপন্ন। এই বিপন্নতায় মানবিক পতনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে সমাজের সব ঘাটে। আসলে আদর্শ না থাকলে ক্ষমতার লোভ আর সভ্যতার একেবারে তলানিতে ঠেকে যায়। মানুষের কাছে ধর্মের চাহিদা থেকে জীবনের চাহিদা অনেক বড়। শিক্ষা, জীবীকা, খেয়েপেরে বাঁচার তাড়না নিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশ এই বাঁচার অধিকারই বড় অধিকার-যে অধিকার তার মানবিক সমন্বয়ের ভিত্তিভূমি।

> স্বাধীনতার এত বছর পরেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েই গেছে। অথচ জাতিধর্মের হিংসা অব্যাহত। জাতীয় সংহতি বিপন্ন হচ্ছে বার বার। প্রকট হচ্ছে নিজেদের স্ববিরোধীতা। তাই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ আমাদের ভাবনার আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। বুঝে নিতে হবে জীবনের সংকট থেকে যদি বেঁচে উঠতে চাই, তা হলে আমরা বাঁচব মূল সমস্যা দূর করার মধ্য দিয়ে। ধর্ম আমাদের সমস্যা নয়। ধর্ম কোনো সংকটে নেই, সংকটে আছি আমরা। সংকট দারিদ্র্য, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতির।

ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ ও সমন্বয়ের চেতনা আমরা পেয়েছিলাম স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কাল জুড়ে এ প্রয়াস আমাদের জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠারও পরিপুরক ছিল। আমরা এর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। তা না হলে আসমুদ্র হিমাচল স্বাধীনতা আন্দোলনের এথ বড় ঝড় আমর াতুলতে পারতাম না। মুক্তির মন্দির সোপানতলে এত প্রাণ বলিদানে দেশমাতৃকার মুক্তির আবেগ ছাড়া আর কোনো জাতধর্মের কণ্ঠ তো সেখানে ধ্বনিত হয়নি। ফাঁসির মঞ্চে শত শহিদের জীবনের জয়গানে দেশ মানুষের প্রতি ভালবাসা, মানুষে মানুষে সময়ের স্বপ্ন ছাড়া আমরা আর তো কিছু দেখিনি। মুক্তির ঝান্ডা হাতে যে রক্তঝরা পথে ক্ষুদিরাম হেটেছিলেন, সেই পথেই হেঁটেছিলেন আসফাকউল্লা, ভগৎ সিংয়ের দল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র কিংবা গানিজি, ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছি? সেই শিক্ষা আমরা পেয়েছিলাম বলেই, তা আমরা করতে পারিনি।

সংবিধানকে সামনে রেখেই মানুষ এগিয়ে চলতে চেয়েছিলদেশগড়ার লক্ষ্যে। যে অগ্রগতি আমরা আশা করেছিলাম, তা সম্পূর্ণ হয়নি। আমাদের গণতন্ত্রে স্বাধীনতার পাঁন্তর বছর পরেও যুক্তি ও মানবতাবাদী চিন্তাধারা কীভাবে সেটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে রয়েছে। শুধু গদি রাজনীতি দিয়ে দেশের মনকে মুক্ত করা যায় না, সমন্বয়ও আনা যায় না। নতুন চিন্তাকে প্রসারিত করা, তাকে গণচেতনায় প্রতিষ্ঠা করা রাজনীতির চালাকি দিয়ে, ধর্মের ঘুঁটি খেলে কখনও সম্ভব নয়। চাই সমাজের নীচুতলা অবধি শিক্ষার প্রসার, তাকে সময়োপযোগী করে পুনগগঠিন। চাই দেশ জুড়ে নতুন চিন্তা ও যুক্তির আলোড়ন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েই গেছে। অথচ জাতিধর্মের হিংসা অব্যাহত। জাতীয় সংহতি বিপনন হচ্ছে বার বার। প্রকট হচ্ছে নিজেদের স্ববিরোধিতা। তাই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ আমাদের ভাবনার আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। বুঝে নিতে হবে জীবনের সংকট থেকে যদি বেঁচে উঠতে চাই, তা হলে আমরা বাঁচব মূল সমস্যা দূর করার মধ্য দিয়ে। ধর্ম আমাদের সমস্যা নয়। ধর্ম কোনো সংকটে নেই, সংকটে আছি আমরা। সংকট দারিদ্র্য, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতির। সমস্যা আমাদের সংবিধানের যথার্থ অধিকার অর্জনের। তাই জাতীয় সংহতি, মানুষের সমন্বয় আজ সবার আগে প্রয়োজন। আমাদের সংকটকালে একটার পর একটা সন্ধিক্ষণে বিভেদের কোটরে নিজেদের নিঃশেষ করব না। এই নিঃশেষ হওয়ার সংক্রমণ সামাজিক, অর্থনৈতিক সংকট পেরিয়ে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও সমন্বয়ের বন্ধনে ভাঙন ধরাবে। নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের পৌঁছতে হবে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে। যে ভারত হয়ে উঠবে বহুত্ববাদের ওপর দাঁড়ানো এক সমন্বিত ভারত।

কোনো এক বাউলের গলায় একটা গান শোনা গিয়েছিল-- "আমার পথ ঢেকেছে রংইখ্যা দাঁড়ায় গুরংতে মোর্শেদে। বাউলের আকুতি পথের জন্য, যেখানে কোনো ধর্ম, জাতি, বর্ণ কোনো কিছুই যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে। এই প্রার্থনায় মিশে আছে উন্মুক্ত জীবনচর্যার আকুতি। এত বড় আকাশতলে জীবন যেন ছোট না হয়। আকাশ যখন নিজেকে সীমানায় বাধে না, আলো বাতাস যখন এ-জাত ও-জাত সকলকে স্পর্শ করে বয়ে যায়- তখন না। আমরা মন্দির ভাঙি, মসজিদ ভাঙি, আসলে কী ভাডি-- আমাদেরই হৃদয়। যখন যেখানে ধর্মউপাসনার ভূমি আক্রান্ত হয় তখন জাতির মাত কি "বেরনা হল না? এই বেদনাই তো সমন্বয়। আসলে এই যে খণ্ডতা, ক্ষুদ্রতা, মসজিদ মন্দির খোজা, কোথাও কোনো বিকৃত ইতিহাস আরোপ করা, এ তো এক স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি। এরা আর কিছুই পারে না, শুধু কলঙ্কিত নিজেকে। তারা জানে না যখন কোনো উন্মত্ত বিভেদকামীতা মানুষের সম্ভাবনাকে থামিয়ে দেয় তখন তারা হয়ত সাময়িক থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আবার তারা সঠিক পথ বেছে চলতে শুরু করে। সব আবর্জনা সপ অতিক্রম করে ওরা নিজেদের কাজে ফেরে। এখানেই আছে সমন্বয়ের প্রকৃতভিত্তিভূমি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সেকালে নেচার ক্লাবের বিজ্ঞানচর্চা

ড. বিমলকুমার শীট

বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে দেশের উন্নতি সম্ভব। পরাধীন ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র আজকের মতো প্রসারিত ছিল না। সেখানে বিজ্ঞান ক্লাবের প্রতিষ্ঠার চিন্তা ছিল আকাশকুসুম কলনা। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু বিজ্ঞান ক্লাব এবং তাদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণাধন্মী পত্রিকার অতিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। ব্রিটেনে "ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সভার আয়োজন করে। বিজ্ঞানীরা সেখানে নানা বিষয়ে গবেষণাপত্র পেশ করেন। সময়ের সঙ্গে সে দেশের বিজ্ঞান গবেষণা কেমন এগিয়ে বা পিছিয়ে চলেছে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। রাশিয়াতে ১৭২৫ সালে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশে তখন দুটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল-ত্ত এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেট অব সায়েন্স। এখানে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বক্তৃতা হত। অনেক বক্তা শক্ত বিষয় সহজ করে বলতেন। বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও (১৮৩৫) কিছু কিছু গবেষণা হচ্ছিল। ১৮৫১ সালে তৈরি হওয়া জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু কিছু গবেষণা হয়েছে। ১৯১৪ সালে তৈরি হল ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন"। বার্ষিক অধিবেশনে গবেষকরা গবেষণাপত্র পেশ করতেন। কিন্তু ওই সময় ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞান গবেষণাপত্র পেশ করা ছিল অভিনব। Nature Club বা Society ছিল এমন একটি সভা।

সে সময় কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষের চেষ্টায় বা বলে একটি সভা স্থাপিত হয়। ক্লাবের সভ্য ছিলেন ড় প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডা. নীলরতন সরকার, ডা. প্রাণকৃষ আচার্য (সোসাইটি ফর দি ইমগভমেন্ট অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস নামক সমিতির কর্মকর্তা), প্রাণীতত্ববিদ রামব্রহ্ম সান্যাল, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পরে ডা. বিপিনবিহারী সরকার ক্লাবের আর একজন সভ্য হন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আজকালকার নি এ রকম অন্য সভ্যেরা জসর্তী মন্তব্য করতেন। আচার্য জ্ঞানালোচনার ক্লাবে আহারের নিমন্ত্রণ থাকিলেও লোক যাইতে চায় না। তখন এই জিজ্ঞাসুর দল এবং নিয়মিত পাঠ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেন। সকলেরই দিনে নানা কাজ থাকিত। তাই রাত্রে সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত সভা চলিত। প্রত্যেক সভ্যের বলিবার পালা ছিল এবং বলিবার আগে তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের সাধ্যমতো অধ্যয়নাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত।" কোনোদিন রামানন্দ ও হেরম্বচন্দ্র Society of Language বিষয়ে বা General Literature বিষয়ে, কখনো ডা. নীলরতন সরকার dissection করে, কখনো বা চক্ষু বিষয়ে নানাভাবে বুঝিয়ে বক্তৃতা সংগ্রহ করতে হত।

নেচার ক্লাবের প্রথম অধিবেশনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় Preservation and extinction of types of animals বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। ফুল্লচন্দ্র রায় এ প্রসঙ্গে তার আত্মচরিতে লিখেছেনত্ত "আমরা একটি "নেচার ক্লাব"ও খুলিলাম। ডাক্তার নীলরতন সরকরা এবং ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ব্যতীত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং ডা. বিপিনবিহারী সরকার ওই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। আমরা নিয়মিতভাবে মাসে একবার করিয়া সভা করিতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়া আমি কয়েকটা গোখুরা সাপ ধরাইলাম এবং তাহাদের বিষ দাঁত পরীক্ষা করিলাম। ফেরারের Thana Tophidia-র সাহায্যে সর্পদংশনের রহস্য সম্বন্ধেও আলোচনা করিলাম।" "নেচার ক্লাবের" সভ্যরা মাসে মাসে Contemporary প্রভৃতি ৭/৮ খানা প্রসিদ্ধ কাগজ নিতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় খুশি হয়ে বলেন, "শিখিবার বড়ো সুবিধা।" "নেচার ক্লাবের" জন্য

রাত বারোটা পর্যন্ত জেগে অনেক সময় ক্লান্ত যেত। রামানন্দ ছাত্রীবস্থায় বিজ্ঞানের অনুরাগী ছাত্র ছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি তীর স্বাভাবিক টান ছল বলেই এতজন বৈজ্ঞানিকের ও চিকিৎসকের সঙ্গে এই নেচার ক্লাবের সভায় যুক্ত ছিলেন। ক্লাবের কোনো অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি।

তবে সুখের কথা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আমাদের দেশে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৪০ সালে নীহার মুন্সি, রণেন ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে গড়ে ওঠে "সায়েন্স ক্লাব" ১৯৪৭ সালে ৭ জানুয়ারি গড়ে ওঠে ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স অফ ইন্ডিয়া। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। যুগ্ম-সম্পাদক হন বীরেশচন্দ্র গুহ ও বিআহমেদ। এই সংগঠন যুক্ত হয় ওয়ার্ড ফেডারেশনের সঙ্গে। ১৯৪৮ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। ওই বছর থেকেই বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়কে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান পরিষদ থেকে বের হয় বিজ্ঞান পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান", সম্পাদক গোপাল ভষ্টাচার্য। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চায় জোর দেওয়া হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের নানা প্রান্তে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠতে থাকে।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, ১৮৯৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে Medico Historical Club চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তার ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত আলোচনায় বসত। জানুয়ারি ১৯০০ সালে তাদের অষ্টম অধিবেশনে ডা. বানার্ড সক্স হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে বলতে গিয়ে চরকসংহিতার কথা বলেন এবং মহর্ষি চরককে পৃথিবীর প্রথম চিকিৎসক হিসাবে বর্ণনা করেন। ক্লাবের অন্য সদস্যরা এতে উৎসাহিত হয়ে "চরক ক্লাব-এর (The Charak Club)পত্তন করেন। ১৯০২ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ওই ক্লাবের কার্যবিবরণী নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এদেশে নেচার ক্লাবের দীর্ঘ ইতিহাস, তার কার্যপ্রণালী আমরা জানতে পারিনি। এরকম বিজ্ঞান ক্লাব যদি সে সময় দেশের কোণায় কোণায় গড়ে উঠত তাহলে আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চায় আরও উন্নতি ঘটত। শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাবা যোগেন্দ্রের মৃত্যু শিল্প জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন(হি.স) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক তথা সংস্কার ভারতীর পৃষ্ঠপোষক পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, বাবা যোগেন্দ্রের মৃত্যু শিল্প জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি।

শুক্রবার একটি টুইটে শাহ বলেন, 'সংস্কার ভারতীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র জি শিল্পের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলার এবং শিল্পের অনুশীলনকারীদের একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন। এমন একজন ঋষির চলে যাওয়া সমগ্র শিল্প জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র ৯৮ বছর বয়সে লখনউতে প্রয়াত হন। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাবা যোগেন্দ্র শিল্পকলার ক্ষেত্রে কাজ করা সংগঠন সংস্কার ভারতীর বহু বছর ধরে রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালের ৭ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গ্রামেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় যেতে শুরু করেন। এর পরে, গোরখপুরে পড়াশোনার সময় তিনি আরএসএস প্রচারক নানাজি দেশমুখের সংস্পর্শে আসেন। সংঘের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি প্রচারক হন। বাবা যোগেন্দ্র গোরখপুর, প্রয়াগ, বেরেলি, বদাউন এবং সীতাপুরে প্রচারক ছিলেন। ১৯৮১ সালে যখন সংস্কার ভারতী সংস্থা গঠিত হয়, তখন বাবা যোগেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি শিল্পসন্ধানীদের মনে জাতির চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। সংস্কার ভারতী আজ শিল্পের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান।

বাড়ছে করোনার পজিটিভিটি রেট, দেশে দৈনিক সংক্রমণ ৭,৫৮৪ জন

নয়াদিল্লি, ১০ জুন(হি.স) : দেশের করোনা পরিসংখ্যানে উদ্বেগের পরিস্থিতি আরও খানিকটা বাড়ল। গত কয়েকদিনে উদ্বেগের ট্রেন্ড বজায় রেখে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটা বাড়ল। একই সঙ্গে বাড়ল পজিটিভিটি রেট এবং অ্যাকটিভ কেস। এদিকে লাগাতার করোনা বাড়তে থাকায় সংক্রমণের নিরিখে শীর্ষে থাকা তিন রাজ্যকে সতর্ক করেছে কেন্দ্র।শুক্রবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৫৮৪ জন। যা গত ৩ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। বর্তমানে দেশে করোনার অ্যাকটিভ কেস ৩৬ হাজার ২৬৭ জন। যা গতকালের থেকে সাড়ে ৩ হাজার বেশি। দৈনিক পজিটিভিটি রেট বাড়তে বাড়তে পৌঁছে গিয়েছে ২.২৬ শতাংশে। রিপোর্ট বলছে, একদিনে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ জন। এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে বেশি। দেশে এখনও পর্যন্ত কোভিডে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৪৭ জন।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯২ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মাত্র ৩ হাজার ৭৯১ জন। সুস্থতার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৭০ শতাংশ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত দেশে ১৯৪ কোটি ৭৬ লক্ষের বেশি ডোজ করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৫ লক্ষের বেশি মানুষ।

প্রয়াত হলেন সংস্কার ভারতীর পৃষ্ঠপোষক পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র

লখনউ, ১০ জুন(হি.স) : প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক তথা সংস্কার ভারতীর পৃষ্ঠপোষক পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র। আজ শুক্রবার সকালে ৯৮ বছর বয়সে দেবলোকে চলে গেলেন। বাবা যোগেন্দ্র জি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন এবং লখনউয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাবা যোগেন্দ্র শিল্পকলার ক্ষেত্রে কাজ করা সংগঠন সংস্কার ভারতীর বহু বছর ধরে তিনি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।

বাবা যোগেন্দ্র ১৯২৪ সালের ৭ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি গ্রামেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় যেতে শুরু করেন। এর পরে, গোরক্ষপুরে পড়াশোনার সময় তিনি সংঘের প্রচারক নানাজি দেশমুখের সংস্পর্শে আসেন। সংঘের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি প্রচারক হন।

বাবা যোগেন্দ্র গোরখপুর, প্রয়াগ, বেরেলি, বদাউন এবং সীতাপুরে একজন প্রচারক ছিলেন। ১৯৮১ সালে যখন সংস্কার ভারতী সংস্থা গঠিত হয়, তখন বাবা যোগেন্দ্রকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি শিল্পসন্ধানীদের মনে জাতির চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। সংস্কার ভারতী আজ শিল্পের ক্ষেত্রে একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, তাই কৃতিত্ব বাবা যোগেন্দ্র-র আবদান।

মেরিল্যান্ডের মেশিন প্ল্যান্টে গুলিতে হত ৩

ওয়াশিংটন, ১০ জুন(হি.স) : যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের স্মিথসবার্গে একটি মেশিন প্ল্যান্টে বন্দুকবাজের গুলিতে তিনজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গুলিতে নিহত তিনজনের নাম : চার্লস এডওয়ার্ড মিনিক জুনিয়র (৩১), জোশুয়া রবার্ট ওয়ালেস (৩০) এবং মার্ক অ্যালান ফ্রে (৫০)। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ঘটনা ঘটে। গুলি চালানোর পরে সন্দেহভাজন এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় কিন্তু স্থানীয় পুলিশ দ্রুত খুঁজে পায়। সন্দেহভাজনের গাড়ি থেকে একটি আধা স্বয়ংক্রিয় হ্যান্ডগানও উদ্ধার করা হয়েছে।

বন্দুকবাজ ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া থেকে আসা ২৩ বছরের যুবক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও গুলি চালানোর উদ্দেশ্য এখনও জানা যায়নি।

সলমান খানকে হুমকি দিয়েছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং, স্বীকারোক্তি মহাকাল-র

মুম্বই, ১০ জুন(হি.স) : বলিউড 'ভাইজান' অভিনেতা সলমান খান এবং তার বাবা সেলিম খানকে হুমকিমূলক চিঠি লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। ধৃত সৌরভ মহাকাল জিজ্ঞাসাবাদে এমনটাই জানিয়েছে। বুধবার সৌরভ মহাকালকে গ্রেফতার করেছে পুনে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সৌরভ মহাকালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মুম্বই পুলিশ।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সৌরভ মহাকাল মুম্বই পুলিশকে জানিয়েছে, সলমান খানকে ভয় দেখানোর পিছনে ছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। বিষ্ণোইয়ের সহযোগী বিক্রম ব্রারের নির্দেশে এই হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ব্রার বর্তমানে কানাডায় রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সৌরভ মহাকাল আরও জানিয়েছে, তিনজন সলমানকে হুমকি দিতে এসেছিল, যাদের সঙ্গে তিনি মুম্বইতে দেখা করেছিলেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে মহাকালকে জেরা করে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

ধস অব্যাহত শেয়ার বাজারে, প্রথম ঘণ্টাতেই ৭০০পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ১০ জুন (হি. স.) : ধস অব্যাহত শেয়ার বাজারে। শুক্রবার সাতসকালে হুড়মুড়িয়ে পড়ল বাজার। এদিন বাজার খোলার প্রথম ঘণ্টাতেই ৭০০পয়েন্ট খোয়াল সেনসেক্স। পাশাপাশি পতন ঘটেছে নিফটি ৫০-রও। সপ্তাহের শেষ দিনে বাজার এমন ধসে পড়ায় মাথায় হাত পড়েছে বিনিয়োগকারীদের। শুক্রবার বাজার খোলার সময় সেনসেক্স ছিল ৫৪,৬৪৭ পয়েন্টে। তারপর থেকেই আরও পতন ঘটে সূচকটির। ক্রমশ তা নামতে নামতে ৫৪,৫০০-এর নীচে চলে যায়। ফলে প্রথম সেশনে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

অন্যদিকে, এদিন নিফটি বাজার শুরু করে ১৬,২৮৩ পয়েন্টে। সাড়ে ৯ টাতেই নিফটি ১৬,২৬৫ পয়েন্টে নেমে যায়। যদিও বাজার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশাতেই রয়েছে বিনিয়োগকারীরা।

শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস পরিবহন কলকাতা রুটে বাস সার্ভিসের অনুমোদন পেলো

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ জুন।। দীর্ঘ দুই বছর পর শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস পরিবহন সরাসরি কলকাতা রুটে বাস সার্ভিসের অনুমোদন পেয়েছে।

শুক্রবার (১০ জুন) ২২ জন যাত্রী নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় বাসটি। সকাল ৮টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে বিকেল ৪টায় বেনাপোলে পৌঁছায় বাসটি। ইমিগ্রেশন কাস্টমসের কার্যক্রম শেষে ৫টার দিকে শ্যামলী এন আর পরিবহনটি বেনাপোল চেকপোস্ট পার হয়ে ভারতের পেট্রাপোলে প্রবেশ করে। সেখানেও ইমিগ্রেশন কাস্টমসের কাজ সম্পন্ন করে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসকে ঢাকা-কলকাতা রুটে সরাসরি চলাচলের অনুমতি দিয়েছে বলে জানান শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভাঙ্কর ঘোষ রাকেশ।

বেনাপোলে পৌঁছালে বাসের প্রত্যেক যাত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নারায়ণ চন্দ্র পাল, বেনাপোল বন্দরের উপপরিচালক মামুন কবীর তরফদার, পোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন ভূইয়া, বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ওসি ইলিয়াস হোসেন ও শার্শা উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন।

করোনার কারণে বাসসেবা বন্ধ রাখার আগে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মোট পাঁচটি রুটে বাস চলাচল করত। সেগুলো হচ্ছে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গুয়াহাটি-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কলকাতা-আগরতলা ও ঢাকা-খুলনা-কলকাতা-ঢাকা।

করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে বন্ধ ছিল ঢাকা-কলকাতা রুটের বাস চলাচল। প্রায় ২৬ মাস পর বিশ্বজুড়ে যখন করোনা মহামারি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে তখনই চাকা গড়িয়েছে ঢাকা-কলকাতা এবং কলকাতা-খুলনা রুটের ট্রেন মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস।

গত ১ জুন থেকে ঢাকা-শিলিগুড়ি রুটে মিতালী এবং ২৯ মে থেকে খুলনা-বেনাপোল-কলকাতা রুটে বন্ধন এক্সপ্রেস চলাচল শুরু হয়েছে। দুদেশের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। আজ শুরু হলো ঢাকা-কলকাতা রুটে সরাসরি যাত্রীবাহী বাস।

বেনাপোল চেকপোস্ট শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের ম্যানেজার বাবলুর রহমান জানান, করোনার কারণে দীর্ঘ দুই বছরেরও বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আজ ২২ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকা-কলকাতা রুটে সরাসরি যাত্রীবাহী বাস চলাচল শুরু হলো। বহরের দ্বিতীয় বাসটি রাতে ছেড়ে ১১ জুন সকালে বেনাপোলে পৌঁছাবে।

শার্শা ইউএনও নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন, ঢাকা-কলকাতা রুটে শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের একটি বাস সরাসরি চলাচলের ব্যাপারে একটি পত্র পেয়েছি। বাসটি শুক্রবার বিকেলে বেনাপোল থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে।

কলকাতা থেকে শ্যামলী পরিবহনের বাস সোম, বুধ ও শুক্রবার চলবে। আর ঢাকা থেকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার কলকাতার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে। কলকাতা থেকে বাকি তিনদিন মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার এই পথে বাস চালাবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিসি)। রোববার কোনো দেশেরই বাস চলবে না।

ওড়িশা হাইকোর্টে বিচারপতি পদে শপথ নিলেন শুভাশীষ তলাপাত্র

ভুবনেশ্বর , ১০ জুন (হি. স.) : ওড়িশা হাই কোর্টের বিচারপতি পদে শপথ আজ নিলেন বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র। তিনি ত্রিপুরা হাই কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। আজ ওড়িশা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডা: এস মুরলীধর তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

২০১৩ সালে ত্রিপুরা হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্র ত্রিপুরায় উচ্চ আদালতের বিচার প্রক্রিয়া সামলেছেন। দীর্ঘ সময় ত্রিপুরা হাই কোর্টে কর্মরত থাকার পর সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম তাঁর বদলির প্রস্তাব করেছে। সে মোতাবেক ওড়িশা হাইকোর্টে তাঁকে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে বর্তমানে ওড়িশা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সহ মোট বিচারপতির সংখ্যা ২৩। আজ বিচারপতি সঞ্জয় কুমার মিশ্রও শপথ নিয়েছেন।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাই কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল দাতা মোহন জমাতিয়া এবং বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্রের ছেলে সায়ন্তন তলাপাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতি তলাপাত্র ত্রিপুরা হাই কোর্টে থাকাকালীন বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলায় রায় দিয়েছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার

'আলোচনায় ওঠেনি নূপুর শর্মা প্রসঙ্গ', ভারত মুখ খুলতেই মন্তব্য মুছল ইরান

তেহরান, ১০ জুন (হি.স.) : দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদোল্লাইয়ার মধ্যে বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্র নূপুর শর্মার 'ঘৃণাভাষণ' প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। এই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। নূপুর শর্মা প্রসঙ্গত ভারত মুখ খুলতেই ওই বৈঠক নিয়ে ইরান তাদের আগের মন্তব্য টুইটার থেকে মুছে দেয়। ইরানের তরফে আগের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছিল জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল নাকি হোসেইনকে আশ্বস্ত করেছেন বিতর্কিত মন্তব্যকারীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। পরে অবশ্য ইরানের বিদেশমন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ওই বাক্যটির হদিস মেলেনি।ভারতের বিদেশ দফতরের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানান বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনাতে বিষয়টি ওঠেইনি। ভারত তাদের আগেই অবহিত করেছিল ওই মন্তব্য রাষ্ট্রের মতামতকে প্রতিফলিত করে না। বিজেপির প্রাক্তন মুখপাত্রের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে কুয়েত, কাতার-সহ বিভিন্ন উপসাগরীয় দেশ ভারতের সমালোচনা করেছে।

নূপুর শর্মাকে গ্রেফতারির দাবি

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : বিতর্কিত মন্তব্যে সাসপেন্ডেড বিজেপি মুখপাত্র নূপুর শর্মা ও তাঁর সহকর্মী নবীন জিন্দলের গ্রেফতারের দাবিতে নমাজের পর জামা মসজিদের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ মুসলিমদের। শুক্রবারের নমাজের পর রাজধানী দিল্লির জামা মসজিদের সামনে বিশাল জমায়েত থেকে অভিযুক্ত বিজেপি নেতানেত্রীকে গ্রেফতারের দাবি ওঠে। শুক্রবারের নমাজের শেষে দিল্লির জামা মসজিদের সামনে নূপুর শর্মা ও নবীন জিন্দলের গ্রেফতারির দাবি তোলে বিশাল জমায়েত। জামা মসজিদের শাহি ইমাম জানিয়েছেন, তাঁদের তরফে কোনও অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, "আমরা জানি না এটা কারা শুরু করল।

গত দুই দশকে দ্রুত উন্নয়ন গুজরাটের গর্বের বিষয়: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নভসারি (গুজরাট), ১০ জুন(হি.স) : গুজরাটের 'গর্ব' হল গত দুই দশকে রাজ্যের দ্রুত উন্নয়ন। গুজরাটের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে শুক্রবার এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন নভসারিতে "গুজরাট গৌরব অভিযানে" অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গত দুই দশকে রাজ্যে যে দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে তা হল গুজরাটের গৌরব। সবার জন্য উন্নয়ন এবং এই উন্নয়ন থেকে জন্ম নেওয়া একটি নতুন আকাঙ্খা। ডাবল ইঞ্জিন সরকার আন্তরিকভাবে এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ' প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেন, 'গত আট বছরে, সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্র অনুসরণ করে আমাদের সরকার দরিদ্রদের কল্যাণে, দরিদ্রদের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছে।' প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে মোদী গুজরাটের সবচেয়ে দীর্ঘতম মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং তার মেয়াদ অক্টোবর ২০০১ থেকে মে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন গুজরাটে প্রায় ৩০৫০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

মাংকিপক্স সন্দেহে ভারত থেকে আসা একজন আইসোলেশনে

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ জুন।। চিকেনপক্স নিয়ে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে আসা বাংলাদেশি এক নাগরিককে মাংকিপক্স সন্দেহে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার (১০ জুন) দুপুরের দিকে আব্বাস আলী (৪২) নামে এই যাত্রী বেনাপোল বন্দরে আসেন। চেকপোস্টে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মহসিনা আক্তার রুম্পা তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। এরপর তাকে হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বেনাপোল চেকপোস্টে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, আব্বাস আলী গত ৩ জুন ভারতে যান। শুক্রবার দুপুরে ভারত থেকে ফেরার সময় তার শরীরে মাংকিপক্সের মত উপসর্গ দেখে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ দ্রুত তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে চিকেনপক্সে আক্রান্ত বলে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এরপর তাকে হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়েছে।

বেনাপোল চেকপোস্টের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মহসিনা আক্তার রুম্পা বলেন,পরীক্ষা না করে কিছুই বলা যাবে না। সে মূলত চিকেনপক্সে আক্রান্ত। তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখানে ঊর্ধতন কর্মকর্তারা বিষয়টি দেখবেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি (তদন্ত) ইলিয়াস হোসেন বলেন, ওই ব্যক্তি শুক্রবার দুপুরে ভারত থেকে দেশে ফেরার পর ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট দিলে তার শরীরে বড় বড় পক্সের উপসর্গ দেখে দ্রুত তাকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাই। পরে জেনেছি, তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি করা হয়েছে।

যশোর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. আখতারুজ্জামান বলেন,ভারতফেরত আব্বাস আলী নামে এক বাংলাদেশি পাসপোর্ট যাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি চিকেনপক্সে আক্রান্ত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি। আজ শনিবার তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নমুনা ল্যাবে পাঠানো হবে। তারপর সঠিকভাবে সবকিছু বলা যাবে।

SHORT QUOTATION FOR FINALIZATION OF RATE

Sealed quotation is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura from resourceful Manufacturer/Distributor/Authorized Dealers/Agency for fixation of price and supply of polybag for use under Sabroom Forest Sub-Division. The sealed quotation may be dropped /submitted between 10:00 AM to 4:00 PM in the office of Sub-Divisional Forest Office, Sabroom Forest Sub-Division on all working days. The last day for submission of sealed quotation is 2:00 PM of 24.06.2022. The quotations may be opened on the same day at 4:00 PM if possible or the next working day.

Specification of items:

Sl. No.	Name of Item	Specification	Remarks
1.	Nursery polybag	Size: 15 cm x 23 cm Size: 20 cm x 30 cm Size: 55 cm x 23 cm Colour: Black Material: Virgin	Rates must be quoted in per KG basis inclusive of all applicable taxes & transportation charges etc., up to Sabroom.

TERMS AND CONDITIONS:

1. Sealed tender/quotation must be sent by "Registered Post" or "Speed Post" OR "By Hand" OR "may be submitted in person" in the office of Sub-Divisional Forest Officer, Sabroom Forest Sub-Division in sealed cover as per the date of submission mentioned above.
2. The participant should have valid trade license in relevant business. He should possess all the relevant documents of a supplier such as up-to-date tax clearance certificates, PTC/ITC, PAN Card etc. and submit along with tender/quotation.
3. The rate must be quoted both in figures and in words inclusive of all applicable taxes (GST, Income Tax, Surcharge on income tax & carrying cost etc.) as per rule.

Sl. No.	Particulars	Rate/Kg(Rs)	GST (Rs)	Any other Tax(Rs)	Total (Rs)
1.	Nursery Polybag of Size: 15 cm x 23 cm				
2.	Nursery Polybag of Size: 20 cm x 30 cm				
3.	Nursery Polybag of Size: 55 cm x 23 cm				

4. The undersigned reserves the right to accept or reject any quotation including the "lowest one" without assigning any reason.
5. The undersigned reserves the right to cancel the quotation without assigning any reason in case of disputes arising out of the quotes.
6. The quantity of the material will be decided after the finalization of requirement of material.
7. Bill shall be paid after successful supply of specified quality of materials only.

Sd/- [Atanu Chakraborti]
09.06.2022
Sub-Divisional Forest Officer
Sabroom, South Tripura

ICA-C-854/22

সন্ধান চাই

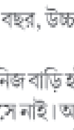

Ref : West Agartala Women P.S., GDE No. 21, dated - 06/06/2022

পাশের ছবিটি একজন মহিলা ও তার মেয়ের। মহিলার নাম সুমা বেগম। স্বামী- খোকন মিঞা। সাং- মোল্লা পাড়া, থানা - পশ্চিম আগরতলা, বয়স - ২৬ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, পরনে সবুজ রঙের বোরখা।

মেয়ের নাম - মনোরা বেগম, পিতা - খোকন মিঞা, বয়স - ২ বছর, উচ্চতা - ২ ফুট, গায়ের রঙ শ্যামলা, পরনে কমলা রঙের জামা।

গত ০৬/০৬/২০২২ইং তারিখে আনুমানিক সকাল ১১টা সময় নিজ বাড়ি হইতে কাউকে না বলে বাহির হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসে নাই। অনেক খোঁজাখুজি করার পর ও নিখোঁজ মহিলা ও তার মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। উপরে উল্লিখিত মহিলা ও মেয়ের সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬, ২। সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪ / ১০০, ৩। পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৫৪৫৪।

ICA-D-387-22

পুলিশ সুপার, পশ্চিম ত্রিপুরা

EDUCATIONAL NOTIFICATION

It is notified for information of all concerned that the Dr. Bhupen Hazarika Regional Government Film and Television Institute under Government of Assam, Guwahati (https://dbhrgfti.assam.gov.in/), is going to admit one student in each of its four (04) numbers of courses from Tripura during academic session 2022-23. Detail of the course including required minimum qualification has been given below :-

Name of the Course	Min^m, qualification for admission	No. of seats allocated
3 years Diploma in Audiography and Sound Engineering	i) Passed Class 10+2 in Science or equivalent. ii) Min^m aggregate of 50% (ST/SC : 45%)	01
3 years Diploma in Motion Picture Photography		01
3 years Diploma in Film and Video Editing		01
3 years Diploma in Applied Acting (Film & TV)	Passed Class 10+2 in any discipline or equivalent.	01

(a) Courses offered by the Institute have AICTE approval.
(b) Course Fee : for 1st Semester : Rs. 31,090/- and from 2nd semester onward fee is Rs. 19,000/-
(c) Age limit of the student is 24 years as on the 1st July in the respective year.
(d) Hostel Accommodation : Separate hostel for boys and girls is available. Hostel fees for 1st semester is Rs. 11,400/- and 2nd semester onward is Rs. 6,400/-.
(e) Extended last date for getting admitted to the course by the nominated candidate is 20/07/2022.

Application in plain paper should have following information about the applicant, (i) Passport size color Photograph, (ii) Full Name of the applicant and name of the parent in Block Letter, (iii) Postal address of the residence, Email ID and Mobile number, (iv) Date of Birth, (v) Category, (vi) Total marks obtained and marks obtained in Science group in Class - XII examination, and (vii) Name of the course applied for.

Duly filled application should be submitted to the Receipt Section of the Directorate of Higher Education, 1st Floor, Shiksha Bhawan, Office Lane, Agartala, along with self-attested photocopies of (i) Madhyamik Admit Card, (ii) Category certificate, (iii) Class-XII Marksheet and (iv) PRTC, positively on or before 24/06/2022 (Friday) in any working day within 5.00 PM. Details can be seen in the website of the Department (https://highereducation.tripura.gov.in/)

Sd/- (N.C. Sharma)
9/6/22
Director, Higher Education,
Government of Tripura.

ICA/D–383/22

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কেকে-র জন্য বয়কট নয় পরের ছবিতে গান গাওয়াব

জনপ্রিয় গায়ক কেকে-র মৃত্যুর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং গায়ক রূপঙ্কর বাগচীও। কারণ কেকের মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেই রূপঙ্কর পোস্ট করেছিলেন একটি বিতর্কিত ভিডিও। সেই ভিডিওতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "হু ইজ কেকে? আমরা কেকে-র থেকে অনেক ভাল গান গাই।"

রেরে করে ওঠে কেকে-র অনুরাগীরা। বিশেষ করে কেকে-র আকস্মিক মৃত্যুর পরেই রূপঙ্করকে বয়কট করার ডাক ওঠে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রূপঙ্করের হয়ে কথা বললেন প্রযোজক রাণা সরকার।

রাণা জানিয়েছেন তিনি কোনও দিনই রূপঙ্করকে বয়কট করবেন না। একটি লম্বা পোস্ট করেছেন প্রযোজক। তিনি লিখছেন, 'রূপঙ্করকে বয়কট করছি না। আমি কেকে-কে ভালোবাসি, ওনার গানও ভালোবাসি। রূপঙ্করদা কেকে সম্বন্ধে যা বলেছে সেটা সমর্থন করছি না, উনি ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন, প্রকাশ্যে বলেছেন উনি দুঃখিত।'

রূপঙ্কর সাংবাদিক বৈঠকে একটি বড় বিবৃতি পড়ে নিজের মন্তব্যের জন্য কেকে-র পরিবারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার পরেও নেটিজেনদের রোষের মুখে পড়ছেন তিনি। এই বিষয়ে রাণা সরকার লিখছেন, 'কেকে-র মৃত্যুর জন্য কোনোভাবেই রূপঙ্কর দায়ী নন। তার পরও ওনাকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়ালের কোনো মানে হয় না। আমি হিন্দি গান ভালোবাসি, বাংলা গান আরো বেশি ভালোবাসি।'

রূপঙ্কর সেই বিতর্কিত ভিডিওতে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বাংলার শ্রোতা মুম্বইয়ের শিল্পীদের হয়ে যে উত্তেজনা দেখান, তা বাংলার শিল্পীদের জন্য কেন দেখান না? এই সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করে দিয়েছেন রূপঙ্কর। রাণা লিখেছেন, 'আমি অন্য বাংলা গানের পাশাপাশি রূপঙ্করদার গানও ভালোবাসি, মনে করি রূপঙ্কর বাংলা সংগীত জগতের এক সম্পদ, শিল্পীকে বিচার করবো শিল্পের নিরিখে তার ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতি দিয়ে নয়।

ধুমধাম করে বিয়ে সারলেন সোমাশ্রী

সিরিয়ালের প্রত্যেকটা চরিত্র দর্শকদের ঘরের মানুদের মত হয় যায়। সিরিয়াল মানেই দর্শকদের অত্যন্ত পছন্দের একটি বিষয়। আর হয়ত সেই জন্যই সিরিয়াল শেষ হয়ে গেলেও প্রিয় চরিত্রদের ভুলতে পারেননা দর্শক। সিরিয়ালপ্রেমী দর্শকদের জি বাংলার রানি রাসমনি ধারাবাহিকের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই।

রানি রাসমনির জগদম্বার ছেলের বউ প্রসন্ন চরিত্রের অভিনয় করেছিলেন জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রী অভিনেত্রী সোমাশ্রী ভট্টাচার্য। আর দেরি না করে এবার বিয়ের দিনক্ষণ দেখে শুভ কাজটি সেরে ফেললেন পর্দার রানি রাসমনির নাতবৌ প্রসন্ন অভিনেত্রী সোমাশ্রী। দীর্ঘদিনের প্রেমিক শুভম মিত্রর সাথে ৯জুন বিয়ের পিঁড়িতে বসেন অভিনেত্রী। আদতে দুর্গাপুরের মেয়ে সোমাশ্রী আর শুভমের সম্পর্ক কিন্তু দীর্ঘদিনের। গত বছরের অক্টোবরে আইনি বিয়ে সারার পর এদিন দুর্গাপুরে ধুমধাম করে বিয়ে সারলেন এই মিষ্টি নায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল অভিনেত্রীর বিয়ের ছবি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে সোমাশ্রীর পরনে রয়েছে টুকটুকে লাল বেনারসি আর গা ভর্তি সোনার গয়না। তাঁর সাথেই মানানসই লাল সাদা কম্বিনেশনে ধুতি পাঞ্জাবি পড়েছেন নতুন বরমশাই।প্রসঙ্গত "রানি রাসমণি" সিরিয়ালের আগে "কি করে বলবো তোমায়" সিরিয়ালেও খল নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সোমাশ্রী। এছাড়া কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে তার আকাশ আটের জনপ্রিয় সিরিয়াল "ইকিরমিকির"। এই ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অভিনেত্রী। বিয়েরদিন জি বাংলার রানি রাসমণি পরিবারের তরফে হাজির হয়েছিলেন জগদম্বা অভিনেত্রী রোশনি ভট্যাচার্য। আসলে রোশনি হলেন সোমাশ্রীর বেস্ট ফ্রেন্ড। আর রোশনির স্বামী তূর্য হলেন সোমাশ্রীর বর শুভমের খুব ভালো বন্ধু। এদিন জি বাংলার জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীর বিয়ের মধ্যমণি ছিলেন মিঠাইরানির কার্তিক ঠাকুর অর্থাতসিড অভিনেতা আদৃত রায়। তবে তিনি হাজির ছিলেন বরপক্ষের তরফে।জানা যায় নতুন বর শুভমের দীর্ঘদিনের বন্ধু হলেন আদ্রিত তাই বন্ধুর বিয়েতে হাজির হওয়ার জন্য আগে থেকেই মিঠাই এর শুটিং থেকে ছুটি নিয়ে নিয়েছিলেন অভিনেতা।

আপনার শরীরের যে ৩টি অংশ প্রতিদিন পরিষ্কার করা জরুরি

প্রতিদিন স্নান করা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অংশ। নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। কিন্তু কিছু রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিদিন স্নান করার প্রয়োজন নাও হতে পারে। অতিরিক্ত স্নান স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া ধুয়ে ফেলতে পারে। সেইসঙ্গে ত্বকে শুষ্কতা, ফাটা, চুলকানি এবং জ্বালা দেখা দিতে পারে।

আপনি প্রতিদিন স্নান করতে চান কি না তা সম্পূর্ণ আপনার ওপর নির্ভর করে। আমরা যদি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলি, তবে শরীরের মাত্র তিনটি অঙ্গ রয়েছে যা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেগুলো কী-

বগল

আপনি যদি প্রচুর ঘামেন তবে ত্বকে ব্যাকটেরিয়া জমা হওয়ার কারণে আপনার শরীর এক ধরনের কটু গন্ধ তৈরি করবে। বগলের মতো ত্বকের ভাঁজে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়। এটি আপনার বগলে প্রচুর গন্ধ তৈরি করবে। সেইসঙ্গে চুলকানি এবং প্রদাহের দিকে নিয়ে যাবে। প্রতিদিন সাবান এবং জল দিয়ে বগল পরিষ্কার করলে তা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলবে এবং এর বৃদ্ধি রোধ করবে। এতে ত্বকের সমস্যার ঝুঁকি কমবে এবং শরীর থেকে দুর্গন্ধ দূর হবে।

উরুসন্ধি

এমনকি যদি আপনি প্রতিদিন স্নান না করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলেও আপনাকে উরুসন্ধি বা কুঁচকির এলাকা পরিষ্কার করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রতিদিন অন্তর্বাস পরিবর্তন করতে হবে। যৌনাঙ্গের চারপাশে চামড়ার ভাঁজ এবং অবাঞ্ছিত লোম লক্ষ লক্ষ ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়কেন্দ্র হতে পারে। যা সংক্রমণ এবং দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে। এটি আপনাকে গুরুতর রোগের ঝুঁকিতেও ফেলতে পারে। হালকা গরম জল এবং সাবান দিয়ে উরুসন্ধি পরিষ্কার করুন। এতে সংবেদনশীল ত্বক নরম এবং ঘামমুক্ত থাকে।

পায়ের পাতা

পা শরীরের সবচেয়ে উপেক্ষিত অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি, বিশেষ করে যখন স্বাস্থ্যবিধির প্রসঙ্গ আসে। বেশিরভাগ মানুষই পা ভালো করে না ধুয়ে স্নান শেষ করে নেয়। কিন্তু আপনার পায়ের দিকে বেশি মনোযোগ প্রয়োজন। এটি এমন একটি সাধারণ স্থান যেখানে আপনার ঘাম জমে, বিশেষ করে আপনি যদি সারাদিন মোজা পরে থাকেন। পা পরিষ্কারের পাশাপাশি প্রতিদিন মোজাও পরিষ্কার করুন। এতে গন্ধ রোধ করা সহজ হবে।

শরীরের অন্য যেসব অংশ পরিষ্কার করতে হবে

আমরা যখন স্নান করতে যাই, তখন শরীরের প্রতিটি অংশে সাবান লাগানোর চেষ্টা করি এবং এটি ভালোভাবে স্ক্রাব করি। কিন্তু শরীরের কিছু অংশের বাড়তি যত্নের প্রয়োজন এবং স্নান করার সময় সেগুলো সঠিকভাবে পরিষ্কার করতে হবে। বগল, কুঁচকি এবং পা ছাড়াও শরীরের কিছু অংশ রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়স্থল হিসাবে বিবেচিত হয়। যেমন: নখের নিচে, কানের পেছনে, নাভি এবং ঘাড়ের পেছনের অংশ। তাই শরীর এসব অংশ পরিষ্কারের প্রতিও মনোযোগী হোন।

হাতে তৈরি মশলা চিত্র

কার্ডবোর্ডের উপর রং তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মাঝে রান্নার মশলা ও বিভিন্ন বীজ দিয়ে তৈরি চিত্র।

উপকরণ - কার্ডবোর্ড,রান্নার বিভিন্ন মশলা,আঠা,বিভিন্ন রকম,বীজ,রং, তুলি,চুমকি ইত্যাদি।

প্রনালী - ঘরে থাকা পুরানো বা নতুন কার্ডবোর্ডের মাঝে রং তুলি দিয়ে যেকোন চিত্র এঁকে নিতে হবে। তারপর সেই চিত্রের মাঝে ঘরে থাকা রান্নার বিভিন্ন মশলা যেমন-কালোজিরে,মেথি, সরিষা, মুসুর ডাল ইত্যাদি, আর বিভিন্ন রকম বীজ যেমন- রক্ত চন্দনের বীজ, রাজমা, আঠা দিয়ে সাজিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। ঘরে চুমকি বা পুঁতি থাকলেও সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেওয়া যাবে। ঘরের সাধারণ জিনিস গুলো দিয়ে অসাধারণ চিত্র তৈরী করা যায়। বাঁধিয়ে ঘরে রাখলে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

মশলা দিয়ে পেন স্ট্যান্ড তৈরি

উপকরণ - খালি ঔষধের একটি পাত্র বা পেনস্ট্যান্ডের আকারের পাত্র ,মশলা,আঠা,চুমকি ইত্যাদি।

প্রনালী -খালি কোনও ঔষধ দানি বা ঘরে থাকা পেন্সট্যান্ডের আকারের কোনো খালি পাত্র নিতে হবে। এরপর তাতে আঠা দিয়ে বিভিন্ন মশলা যেমন- মুসুর ডাল,মেথি,মটর ডাল এসব নিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপর তাতে সুন্দর ভাবে রং করে শুকিয়ে নিতে হবে। এর উপর চুমকি বসিয়ে সাজিয়ে নিলে দেখতে সুন্দর লাগবে।এর পর বইয়ের টেবিলে বা অন্য কোথাও কলম রেখে সাজিয়ে রাখা যাবে।

মাটির ঘটে মশলা চিত্র

উপকরণ - পুরানো মাটির ঘট বা নতুন মাটির ঘট,ডাল,চুমকি আঠা,রং তুলি। প্রনালী -ঘরে থাকা পুরানো মাটির ঘটে রং করে শুকিয়ে গেলে মটর ডাল আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর তাতে চুমকি বসিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে।শুকিয়ে গেলে এতে ফুল সাজিয়ে ঘরে রাখলে ভালো লাগবে।

চালকুমড়ো বাহারি

আগে পরিমান মতো মটর ডাল ভিজিয়ে রেখে দিতে হবে। এর পর ডাল বেটে ডালের বরা করে আলাদা রেখে দিতে হবে। চালকুমড়োটাকে ধুয়ে নিয়ে কুচি করেকেটে নিতে হবে। এর পর কড়াইতে সামান্য লাল তেল গরম করে পাঁচফুরন বা মেথি ভেজে তাতে কটা কাঁচা লংকা দিয়ে চালকুমড়টা দিয়ে দিতে হবে।এর পর তাতে সামান্য হলুদ, নুন পরিমান মতো দিয়ে দিতে হবে। এরপর নেড়েচেড়ে কিছু সময় রেখে তরকারিটা হয়ে এলে তাতে সামান্য লংকা কুঁচি দিয়ে দিতেল হবে। এরপর ডালের বরাগগুলো তরকারিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এর পর নামানোর আগে সামান্য চিনি দিয়ে, চাইলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিতে হবে।

এক কাপ তেজাপাতার চায়েই সারবে নানা রোগ

রান্নায় স্বাদ বাড়াতে তেজপাতার জুড়ি মেলা ভার। বিরিয়ানি, পোলাও, পায়েস, ডাল, মাছ, মাংস, হালুয়া, যে কোনও রান্নায় তেজপাতার ব্যবহার অনন্য স্বাদ এনে দেয়। তবে স্রেফ রান্নায় স্বাদ বাড়ানোই নয়, তেজপাতার কিন্তু আরও গুণাগুণ আছে। এই জাদুকরী পাতায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন এ, সি, আয়রন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম, যে কারণে আমাদের স্বাস্থ্যের নানা উপকার করে। তেজপাতার ঔষধি গুণের জন্য বিশেষজ্ঞরা রান্নায় ব্যবহারের পাশাপাশি এর চা খাওয়ারও পরামর্শ দেন। জেনে নিন, তেজপাতার চা তৈরির পদ্ধতি এবং এর উপকারিতা - তেজপাতার চা পানের উপকারিতা -গবেষণায় দেখা গেছে, তেজপাতার চা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের চিকিতায় অত্যন্ত কার্যকর এবং ইনসুলিন সেনসিটিভিটি উন্নত করে। -তেজপাতার চা হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধেও এটি খুব কার্যকরী। -তেজপাতার চা হার্টের জন্য খুব ভাল, কারণ এতে পটাসিয়াম, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং আয়রন আছে। এছাড়াও, এই পুষ্টিগুলি রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

এই প্রথম কোনও মহিলার থ্রিডি প্রিন্টেড কান বসল

এই প্রথম বিজ্ঞানীরা কোনও প্রিন্টেড কান ইমপ্ল্যান্ট তৈরি করেছেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট-ইন-হিউম্যান ফেজ ক্লিনিকাল ট্রায়ালের অধীনে জীবন্ত টিস্যু ব্যবহার করে সম্পন্ন হয়েছে। ক্লিনিক্যাল-স্টেজ রিজেনারেটিভ মেডিসিন কোম্পানি থেরাপিউটিক্স এবং মাইক্রোটিয়া-কনজেনিটাল ইয়ার ডিফরমিটি ইনস্টিটিউট একসঙ্গে মিলে ওই রোগীর সফল অস্ত্রোপচারের ঘোষণা করেছে।

এটি একটি বিরল জন্মগত বিকৃতি যেখানে এক বা উভয় কানই অনুপস্থিত ছিল।

কানটি এমন একটি আকারে প্রিন্টেড হয়েছিল যা মহিলার বাম কানের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছে। নির্মাতাদের মতে, রোগী যাতে এই থ্রিডি প্রিন্টেড কানটিকে প্রাকৃতিক অনুভব করতে পারেন, তার জন্য এটি কার্টিলেজ টিস্যু পুনরুতাদন করতে থাকবে। সংস্থাটি আরও বলেছে যে, ইমপ্লান্টটি যাকে অরিনোভো বলা হচ্ছে, এটি পাঁজরের কার্টিলেজ গ্রাফ এবং কৃত্রিম উপাদানগুলির চিকিতার বিকল্প প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা ঐতিহ্যগত ভাবে মাইক্রোটিয়া রোগীদের বাইরের কানের পুনর্গঠনে ব্যবহৃত হয়।

ডাক্তারদের ওই বিশেষ দলটি রোগীর কানের জ্যামিতির সঙ্গে বিশেষ ভাবে মেলাতে বিপরীত কানের স্ক্যানিংয়ের উপর নির্ভর করেছিল। এটি রোগীর নিজস্ব অরিকুলার কার্টিলেজ কোষগুলিকে একটি -প্রিন্টেড, জীবন্ত, পূর্ণ আকারের কানের গঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছে যা রোগীর মাইক্রোটিয়া-আক্রান্ত কান প্রতিস্থাপনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রক্রিয়াটির নেতৃত্বে ছিলেন টেক্সাসের মাইক্রোটিয়া বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট পেডিয়াট্রিক এবং কানের পুনর্গঠনকারী সার্জন ডঃ আর্তুরো বনিলা। তিনি বলছেন, মাইক্রোটিয়া রোগী এবং তাঁদের পরিবারের জন্য এই প্রযুক্তির অর্থ কী হতে পারে এবং তার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। তাঁর কথায়, "এই অধ্যয়নটি আমাদের রোগীর নিজস্ব তরুণাস্থি কোষ ব্যবহার করে কান পুনর্গঠনের জন্য নতুন পদ্ধতির সুরক্ষা এবং নান্দনিক বৈশিষ্ট্যগুলি তদন্ত করার অনুমতি দেবে। আমার আশা যে একদিন কান পুনর্গঠনের জন্য বর্তমান অস্ত্রোপচার পদ্ধতির বদলে পরিচর্যার মান হয়ে উঠবে যার জন্য পাঁজরের কার্টিলেজ কাটা বা পওরস পলিইথালিন ইমপ্ল্যান্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন।"

যদিও কোম্পানি মালিকানার উদ্বেগের জন্য পদ্ধতির প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি তথ্য এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। সংস্থাটি দাবি করেছে যে, প্রযুক্তিটি বিকাশ করতে সাত বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। ড্যানিয়েল কোহেন, চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার একটি বিবৃতিতে দাবি করেছেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে, মাইক্রোটিয়া ক্লিনিকাল ট্রায়াল আমাদের শুধুমাত্র এই উদ্ভাবনী পণ্যটির মূল্য এবং মাইক্রোটিয়া রোগীদের জন্য এর ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শক্তিশালী প্রমাণ সরবরাহ করার থেকেও বেশি অন্যান্য থেরাপিউটিক এলাকায় জীবন্ত টিস্যু ইমপ্ল্যান্ট প্রদানের প্রযুক্তির সম্ভাবনাও প্রদর্শন করতে পারে।"

সংস্থাটি আরও যোগ করেছে যে, ক্লিনিকাল ট্রায়ালটি অরিনোভো ব্যবহার করে মাইক্রোটিয়া কানের পুনর্গঠনের সুরক্ষা ডেটা সংগ্রহ করবে এবং প্রাথমিক কার্যকারিতা ডেটারও মূল্যায়ন করবে।

আপনার হাই প্রেসার কমানোর এখন ঘরোয়া সহজ উপায়

আমাদের অতি পরিচিত একটি শারীরিক সমস্যা হলো হাই প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপ। চিকিতকেরা জানান, প্রেসার অতিরিক্ত বেড়ে গেলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, কিডনির সমস্যা ইত্যাদির কারণ হতে পারে। হাই প্রেসারের রোগীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের সমস্যা বুঝতে পারেন না। এটি পরবর্তীতে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।

হাই প্রেসার কী?

স্বাভাবিকভাবে আমাদের হৃদপিন্ড ধমনীর মাধ্যমে যে পরিমাণ রক্ত সরবরাহ করে, ধমনী কোনো কারণে সরু হয়ে গেলে এই সরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ পড়ে, আর এই চাপকেই বলা হয় উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসারয়। ২০১৭-২০১৮ সালের দেশ জনমিতি স্বাস্থ্য জরিপে দেখা যায়, দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি চার জনের মধ্যে একজন হাই প্রেসারে ভুগছেন। প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ যে কারও শরীরে রক্তচাপ থাকে ১২০/৮০।এই চাপ ১৪০/৯০ এর চেয়ে বেশি হলে সেটি হাই প্রেসার হিসেবে ধরা যাবে।

লক্ষণ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া। মাথায় তীব্র ব্যথা। প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া। মাথা ঘোরানো। বুকে ব্যথা। চোখে ঝাপসা দেখা। অনিদ্রা। অল্পতেই অস্থিরতাভাব ও রেগে যাওয়া। বমি বমি ভাব। মাঝে মাঝে কানে শব্দ হওয়া।

কেন হয়? পরিবারে হাই প্রেসারে আক্রান্তের ইতিহাস থাকলে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে। শারীরিক ও মানসিকভাবে চাপের কারণে। দীর্ঘদিন ধরে ঘুমের সমস্যার কারণে। বেশি লবণ খেলে। ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে। কায়িক পরিশ্রম না করলে। হাই প্রেসার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনা জরুরি। শরীরে রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে অন্যান্য অসুখ থেকে দূরে থাকাও সহজ হবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক হাই প্রেসার কমানোর ঘরোয়া কিছু উপায়-

মানসিক চাপ কমান

মানসিক চাপের কারণে ক্ষতি হয় আমাদের শরীরেরও। এটি আমাদের শরীরের পেশিগুলোকে চাপের মুখে ফেলে। যে কারণে বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ। তাই মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। যেকোনো সমস্যায় ঠান্ডা মাথায় সমাধান খুঁজে বের করুন। মানসিক চাপ পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়, তবে শান্ত পরিবেশে মেডিটেশন করলে এটি অনেকটাই কমানো যায়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ হাই প্রেসারের অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত ওজন। এছাড়াও কোমরের চারপাশে থাকা ভিসারাল ফ্যাট নামক অতিরিক্ত চর্বিও হতে পারে এর কারণ। সেজন্য পুরুষের কোমরের পরিমাপ ৪০ ইঞ্চির কম এবং নারীর ক্ষেত্রে ৩৫ ইঞ্চির কম রাখতে হবে। ওজন কমানোর জন্য স্বাস্থ্যকর সব উপায় মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত লবণ খাবেন না

অনেকেরই অভ্যাস থাকে খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার। আবার একথাও প্রায় সবাই জানেন যে, অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। খাবারে সঠিক মাত্রায় লবণ ব্যবহার করলে তা হাই প্রেসারের ঝুঁকি কমায়, এমনটাই দেখা গেছে বিভিন্ন গবেষণায়। আমাদের দৈহিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিদিন মাত্র ৫০০ মিলিগ্রাম লবণ প্রয়োজন হয়। ডায়েটারি গাইডলাইনস ফর আমেরিকানস এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন ২, ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়। এটি প্রায় এক চা চামচের সমান।

খাবারে পরিবর্তন আনুন

খাবারের তালিকায় যদি অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার থাকে তবে হাই প্রেসারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার খেলেও বাড়তে পারে হাই প্রেসার। তাই খাবারের তালিকায় পরিবর্তন আনা জরুরি। সবচেয়ে ভালো হয় একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে খাদ্যতালিকা তৈরি করলে। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন নিয়মিত শরীরচর্চা ও পরিশ্রমে নিয়ন্ত্রণে থাকে রক্তচাপ। ফলে হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে, ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। বিশেষজ্ঞরা প্রতিদিন অন্তত দুইবার পাঁচ মিনিট করে যেকোনো ধরনের হালকা ব্যায়াম, ইয়োগা বা মেডিটেশন এবং হাঁটাহাঁটি করার পরামর্শ দেন। চেষ্টা করুন এই নিয়ম মেনে চলার। ধূমপান ও মদ্যপান বাদ দিন এই দুই অভ্যাসের কোনোটাই উপকারী নয়, বরং অনেকগুলো ক্ষতির কারণ। প্রতিবার ধূমপানের সময় কয়েক মিনিটের জন্য অস্থায়ীভাবে রক্তচাপ বেড়ে যায়। যে কারণে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এদিকে অতিরিক্ত মদ্যপানও উচ্চ রক্তচাপসহ আরও অনেক সমস্যা ডেকে আনে। তাই এই দুই বদ অভ্যাস থাকলে তা আজই বাদ দিন।

মহানবীকে নিয়ে কটূক্তি: বাংলাদেশে মুসল্লিদের বিক্ষোভ

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ জুন।। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার কটূক্তির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন বাংলাদেশের লাখ লাখ মুসল্লি।

শুক্রবার (১০ জুন) জুমার নামাজের পর নওগাঁ, রাজশাহী, পঞ্চগড়সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

জানা গেছে, রাজশাহীতে তৌহিদী জনতা ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মহানগরীর সাহেববাজার এবং মনি চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মিছিল দুটি একত্রিত হয়ে সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে সমাবেশে মিলিত হয়। ঘণ্টাব্যাপী চলা এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিজেপি ও ভারতের প্রতি নিন্দা জানানো হয়। মিছিলে বার বার 'বিশ্বনবীর অপমান, মুসলিমরা সইবে না', 'নারায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকে।

এ সময় বক্তারা বলেন, মুসলমানদের টার্গেট করে ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি সবার জন্য বিপদজনক। সেটি নোংরামির পর্যায়ে চলে গেছে। এ সময় ভারত সরকারের প্রতি ধর্মীয় সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জ্ঞাপনের প্রস্তাব করেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে,মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রা.) সম্পর্কে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতা নুপুর শর্মা ও নাভিন কুমার জিন্দালের অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে নওগা জেলায় মিছিল ও সমাবেশ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নওগাঁ জেলা শাখা। শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে হাজারো মুসল্লি এ কর্মসূচি পালন করেন। নামাজ শেষে বিভিন্ন মসজিদ থেকে মুসল্লিরা শহরের নওজোয়ান মাঠে এসে জমায়েত হন। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিলসহ ব্রিজের মোড়ে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এসে মিলিত হন। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ নওগাঁ জেলা কমিটির সভাপতি মাস্টার মো. আশরাফুল আলম। বক্তারা মুসলমানের প্রাণের মানুষ মহানবীর প্রতি কটূক্তি করা দুই বিজেপি নেতাকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় নেওয়ার দাবী জানান। পঞ্চগড়েও নুপুর শর্মা ও কুমার জিন্দালের শাস্তি চেয়ে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল করেছেন অঞ্চলটির মুসল্লিরা। জুমার নামাজের পর শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে মুসল্লিরা শহরের শেরে বাংলা পার্কের চৌড়ঙ্গী মোড়ের সামনে সমবেত হন। পরে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মুসল্লিরা মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে গিয়ে সমাবেশ করেন। এ সময় 'বিশ্বনবীর অপমান, সইবে নারে মুসলমান', 'ইসলামের শত্রুরা, হুঁশিয়ার সাবধান', 'নুপুর শর্মার দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে' ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া হয়। এসময় বক্তারা বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে নুপুর শর্মা যে মন্তব্য করেছেন তা ন্যক্কারজনক। বিশ্বনবীকে নিয়ে কটূক্তি কোনোভাবে বরদাশত করা হবে না। আমরা বিজেপির ওই দুই নেতাসহ যারা এর সাথে জড়িত তাদের সকলের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দাবী করছি। যাতে আর কোনো অন্য ধর্মের মানুষ কোনো ধর্মের মানুষকে অবমাননা না করে।

এ সমাবেশে বক্তব্য দেন সম্মিলিত খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি মুফতি আ. ন. ম আব্দুল করিম, ঈমান আক্বীদা রক্ষাকারী কমিটির সভাপতি ড় আব্দুর রহমান, পঞ্চগড় জেলা ইসলামী আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ক্বারী আব্দুল্লাহ, হাফেজ মীর মোর্শেদ তুহিন প্রমুখ। মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে শহরের পাশাপাশি জেলার তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিল করেছেন মুসল্লিরা। নারায়ণগঞ্জ,সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি, বাগেরহাটেও মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ করেছেন ধর্মপ্রমাণ মুসল্লিরা।

গাঁজা চাষকে বৈধ ঘোষণা করল থাইল্যান্ড

ব্যাংকক, ১০ জুন (হি.স.) : জনসমক্ষে গঞ্জিকাসেবনে নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখে গাঁজা চাষকে বৈধ ঘোষণা করল থাইল্যান্ড। তাইল্যান্ডই এশিয়ার প্রথম দেশ যারা গাঁজা চাষকে বৈধ বলে ঘোষণা করল।

গাঁজা যেমন নেশার দ্রব্য, তেমনই তার রয়েছে একাধিক ঔষধি গুণ। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার গাঁজা চাষকে বৈধ ঘোষণা করল থাইল্যান্ড। শুধু চাষই নয়, উপকারী খাদ্য ও পানীয় হিসেবেও গাঁজাকে বৈধ বলে জানিয়েছে তাইল্যান্ড সরকার। তবে জনসমক্ষে গঞ্জিকাসেবনে আগের মতোই থাকছে নিষেধাজ্ঞা। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

এই বিষয়ে এক বিবৃতিতে থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কোভিডের পর গোটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতই দুর্বল হয়েছিল থাইল্যান্ডের অর্থনীতি। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। "তবে নেশার জন্য গাঁজা ব্যবহারের বিরুদ্ধে এখনও আইন রয়েছে। তেমন কাজ হলে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।" তিনি আরও বলেন, "বিদেশি পর্যটকরা ভাববেন না যে থাইল্যান্ডে এলে যথেচ্ছ গাঁজা খাওয়া যাবে।"

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালেই গাঁজা মজুত রাখাকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিল থাইল্যান্ড সরকার। সূত্রের খবর, এরপরেও সে দেশে গাঁজার অবৈধ আমদানি বাড়ছিল। কারণ গাঁজা চাষে নিষেধাজ্ঞা ছিল। মনে করা হচ্ছে, নয়া সরকারি পদক্ষেপে অবৈধ আমদানি কমবে। গাঁজা চাষে উৎসাহ দিতে ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের ১০ লক্ষ গাঁজা চারা বিলি করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনটাই জানা গিয়েছে তাইল্যান্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে।

প্রসঙ্গত, থাইল্যান্ডের আইন অনুযায়ী, জনসমক্ষে গাঁজা খেলে তিন মাসের জেল ও ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত আরও সাড়ে ৫ লাখ, মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৬৩ লাখ

ওয়াশিংটন, ১০ জুন (হি. স.) : গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৫৭ হাজার ৫৭৯ জন। এতে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ কোটি ৮৬ লাখ ১৬ হাজার ৮৩৭ জনে। গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৩৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৩ লাখ ২৭ হাজার ৯৭৫ জনে।

শুক্রবার ওয়ার্ল্ডোমিটারসের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে একদিনে নতুন করে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ হাজার ৩৮৩ জন এবং মারা গেছেন ১৭১ জন। এছাড়া কানাডায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৩৩ জন এবং নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ২৬৩ জন। থাইল্যান্ডে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ১৮৫ জন এবং মারা গেছেন ২৩ জন। একইসময়ে ফিন্যলান্ডে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৮৭ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯ হাজার ৩৬২ জন।

এদিকে দৈনিক মৃত্যুর তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে তাইওয়ান। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ২১১ জন এবং নতুন করে ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৭২ হাজার ৯৬৭ জন। এছাড়া ব্রাজিল করোনায় আক্রান্তের দিক থেকে তৃতীয় ও মৃত্যুর সংখ্যায় তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৪৮ জন এবং নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৫ হাজার ৭৩ জন।

করোনায় আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত। তবে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার তালিকায় দেশটির অবস্থান তৃতীয়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,৫৮৪ জন। ইংল্যান্ডে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৭৯ জন এবং মারা গেছেন ৮২ জন। ফ্রান্সে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ১৫১ জন এবং মারা গেছেন ৪২ জন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ৭৭২ জন এবং মারা গেছেন ৫৮ জন। একই সময়ে গ্রিসে নতুন করে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ হাজার ৫০০ জন এবং মারা গেছেন ১০ জন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রয়াত 'সংস্কার ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র, অপূরণীয় ক্ষতি উত্তরপূর্বের, শোক জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্রীর

বাজপেয়ীর আমলে 'ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন' (ডোনার) মন্ত্রক সৃষ্টির মূল হোতা

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : প্রয়াত 'সংস্কার ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা পদ্মশ্রী বাবা যোগেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুতে দেশ-তো বটেই অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের। বার্ধ্যক্যজনিত কারণে আজ শুক্রবার সকাল আটটায় লখনউয়ের রামমনোহর হাসপাতালে ৯৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক যোগেন্দ্রজির প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শোক জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অসংখ্য বিশিষ্টজন। বাবা যোগেন্দ্রের মৃত্যুতে সংঘ ছাড়াও সংস্কার ভারতী থেকে শুরু করে সংঘের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি সংগঠনের সর্বস্তরের কার্যকর্তা শোকাহত। সারা দেশে সংস্কার ভারতীর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বাবা যোগেন্দ্র। বিশেষ করে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা ছিল তা এককথায় অনন্য। তিনি শুধু উত্তরপূর্বের বহুমুখী সংস্কৃতিকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে যাননি, বরং তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীয় পরম্পরাকে জাতীয় মঞ্চে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

এমন সমাজহিতৈষী ব্যক্তির ৭৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারা দেশে অমৃত মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। দিল্লিতে অমৃত মহোৎসবের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, প্রথমবারের মতো সমগ্র দেশকে উত্তরপূর্বীয় সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল। ওই কর্মসূচিতে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণি, সুষমা স্বরাজের মতো বরিষ্ঠ রাজনেতা থেকে শুরু করে ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবর্গের পাশাপাশি বহু বড় মাপের ব্যক্তিত্বকে এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করা হয়েছিল। তাঁর ছায়াসঙ্গী আমিরচাঁদজি (গত বছরের ডিসেম্বরে প্রয়াত)-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্যকে গোটা দেশের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। একই সময়ে সমগ্র উত্তরপূর্বে সংস্কার ভারতীর বিস্তার করে স্থানীয় জনগণকে সংগঠনের সাথে একত্রিত করার ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন বাবা যোগেন্দ্র। অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাবা যোগেন্দ্রজির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে 'হিন্দুস্থান সমাচার'কে এই সব তথ্য দিয়েছেন অসমে সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা মিতা সেন। পিতৃবৎ যোগেন্দ্রজির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে মিতা বলেন, ২০০৩ সাল। বাবা যোগেন্দ্রজির ইচ্ছানুসারে গুয়াহাটিতে অসমীয়া নববর্ষ রঙালি বিহু উৎসবের আয়োজন করেছিল সংস্কার ভারতী। রঙালি বিহুর বিশাল অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের প্রতিনিধিদিবর্গ সহ শত্রুঘ্ন সিনহা, মুকেশ খান্নার মতো বড় বড় নেতা, সংগীত শিল্পী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এছাড়া, ২০০৫ সালে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্য থেকে ৩৭৫ জন জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে তিনি দিল্লির প্রগতি ময়দানে সংস্কার ভারতী কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মিতা সেন। ওই অনুষ্ঠানেও অটলবিহারী বাজপেয়ী, এলকে আডবাণী, সুষমা স্বরাজের মতো নেতারা অংশ নিয়েছিলেন। সহজ-সরলস মৃদুভাষী ব্যক্তিত্ব বাবা যোগেন্দ্র বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বহু জাতি-জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিনরাত কাজ করতেন। তিনি নিজের জন্য কিছুই করেননি। এমনকি একটি মাত্র কাপড় পরে দিন কাটাতেন। একদিকে তিনি উত্তরপূর্বের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেছেন, অন্যদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি গোটা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য অনেক উল্লেখযোগ্য কাজও করে গেছেন, জানান সংস্কার ভারতীয় তদানীন্তন সম্পাদিকা মিতা সেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে এই অঞ্চলের জন্য পৃথক তথা স্বতন্ত্র মন্ত্রকের অতি প্রয়োজন, সে কথা নানা ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে বোঝাতেন যোগেন্দ্রজি। মূলত তাঁর অনুরোধে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী 'ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন' (ডোনার) নামে এক মন্ত্রকের প্রচলন করেন। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে ডা. সিপি ঠাকুরকে দেশের প্রথম ডোনার মন্ত্রী করে এই দফতরের অধীনে করণীয় বিস্তৃত রোডম্যাপ তৈরি করে দেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তবে সবটাই সম্ভব হয়েছে আজ প্রয়াত বাবা যোগেন্দ্রজির পরামর্শে। খুব কম মানুষই জানেন, বাবা যোগেন্দ্র কেন্দ্রীয় সরকারের ডোনার মন্ত্রক প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা উত্তরপূর্বের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।ফলে স্বীকার করতে হবে, ডোনার মন্ত্রক সৃষ্টির মূল হোতা বাবা যোগেন্দ্র। ডোনার মন্ত্রক উপহার দিয়ে তিনি যেভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছেন তার জন্য উত্তরপূর্বের ইতিহাসে বাবা যোগেন্দ্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাবা যোগেন্দ্র উত্তরপূর্বের জন্য যে কাজ করেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না, বলেছেন মিতা সেন।

উল্লেখ্য, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লখযোগ্য অবদানরক্ষাকারী সর্বভারতীয় সংগঠন সংস্কার ভারতীর প্রতিষ্ঠাতা বাবা যোগেন্দ্র বহু বছর ধরে সর্বভারতীয় সংগঠনমন্ত্রী ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ২০১৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। এছাড়া ভাওরাও দেওরস সেবা সম্মান এবং অহিল্যাবাই হোলকার জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি বহু পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯২৪ সালের ৭ জানুয়ারি উত্তরপ্রদেশের বস্তার জেলার গান্ধীনগরে বাবা যোগেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশব থেকে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় যাওয়া শুরু করেন। এর পর গোরখপুরে পড়াশোনার সময় সংঘের প্রচারক নানাজি দেশমুখের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীতে একজন প্রচারক হয়ে বেরিয়ে পড়েন বাবা যোগেন্দ্র।

এবার কোচের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ সেলিংয়ে, তৎপর সাই

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : এবার সেলিংয়েও যৌন হেনস্তার অভিযোগ। কোচের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুললেন এক মহিলা সেলর। তাঁরও সেই একই অভিযোগ, জার্মানিতে প্র্যানকটিসে থাকাকালীন কোচ 'অভব্য আচরণ' করেছেন। ফেডারেশনকে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন সেই অভিযোগকারী। তবু নাকি কর্ণপাত করেনি ফেডারেশন। এই ব্যাপারটা নিয়ে ফেডারেশনের কাছে পুরো বিষয়টা জানতে চেয়েছে সাই।

দিন কয়েক আগেই কোচের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ তুলেছিলেন এক ভারতীয় সাইক্লিস্ট। যার জেরে ওই কোচকে বরখাস্তও করা হয়েছে। সেলিংয়েও সেই একই অভিযোগ। জানা গেছে এক মহিলা সেলর ইয়াচিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কাছে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেডারেশন কর্তারা এই বিষয়ে কোনও কর্ণপাত করার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই বাধ্য হয়ে সাইয়ের দ্বারস্থ হন মহিলা সেলর। একজন মহিলা সেলর কোচের বিপক্ষে সাইয়ের কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁর মূলত অভিযোগ হল, জার্মানিতে এক্সপোজার সফরের সময় একজন কোচ তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, বিষয়টা নিয়ে ফেডারেশনের কাছে অনেক আগেই কোচের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। তবু ফেডারেশন বিষয়টা শুনে চুপচাপ থেকে যায়। তাই বাধ্য হয়ে সাইয়ের দ্বারস্থ হয়েছে।" মহিলা সেলর অভিযোগপত্রে এসব তুলে ধরেছেন বলে জানিয়েছেন সাইয়ের এক অধিকর্তা।

বিষয়টা গুরুতর বুঝতে পেরে ফেডারেশনের কাছ থেকে সবিস্তার জানতে চেয়েছে সাই। এখন দেখার কোথাকার জল কোথায় গিয়ে ঠেকে। বিশেষ করে মহিলা সাইক্লিস্টের পর মহিলা সেলর একই অভিযোগ করায় এখন দেখার সরকার এই ব্যাপারগুলো কীভাবে সমাধান করে।হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গুজরাট গৌরব অভিযানের অংশ হওয়া আমার জন্য গর্বের বিষয় : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নভসারি, ১০ জুন(হি.স) : গুজরাট গৌরব অভিযানের অংশ হওয়া আমার জন্য গর্বের বিষয়। শুক্রবার নভসারির খুন্তভেলে এক জনসভায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ভাষাতে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, প্রথমবারের মত পাঁচ লাখ আদিবাসীকে একসঙ্গে দেখলাম। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আজকের জনসভায় একসঙ্গে পাঁচ লাখ মানুষের উপস্থিতি গর্বের বিষয়। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে গুজরাট রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমি অনেক দিন পর চিখলীতে এসেছি। কিন্তু আমার আদিবাসী ভাই-বোন ও বন্ধুদের আর অপেক্ষা করতে হবে না, কারণ আমি আদিবাসী ভাই-বোনদের কথা শুনছিলাম। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল বলেন, প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর আনুমানিক ১৬ লক্ষ আদিবাসী ছাত্রদের প্রাক-ম্যাট্রিক এবং পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তিও বিতরণ করেছেন, যাতে আদিবাসী ছাত্ররা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এদিন নভসারি জেলার খুন্তভেলের জন্য মোট ২১৫১ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এর আওতায় ৭৪৯ কোটি পানীয় জলের পরিকল্পনা, ৮৫ কোটির জ্বালানি খাতে, ৪৬ কোটির রাস্তা ও ভবন এবং ২০ কোটি টাকার নগর উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী এদিন নভসারিতে মেডিকেল কলেজের ভূমিপূজাও করেন। মেডিক্যাল কলেজ নির্মাণে খরচ হবে ৫৪২ কোটি টাকা।

দুই বছর পর বাংলাদেশ-ভারত বাস সার্ভিস ফের চালু

মনির হোসেন,ঢাকা,১০ জুন।। আখাউড়া-আগরতলা ও বেনাপোল-হরিদাসপুর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃ সীমান্ত বাস সার্ভিস ফের চালু হয়েছে। কোভিড মহামারির কারণে দুই বছরেরও বেশি সময় এ দুটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ ছিল।

শুক্রবার (১০ জুন) সকাল সাড়ে ৭টায় রাজধানীর কমলাপুর বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ডিপো থেকে কলকাতার উদ্দেশে প্রথম বাসটি ছেড়ে গেছে। এ বিষয়ে বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, শুরুতে চারটি রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। ঢাকা-সিলেট-শিলং-গৌহাটি রুটের বাসের বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে।

এর আগে সকাল সাড়ে ৭টায় মতিঝিল বিআরটিসি কাউন্টার থেকে বাসটি ছাড়ার সময় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, বিআরটিসির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তার এবং যুগ্ম-সচিব মো. আনিসুর রহমান। এছাড়া শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের চেয়ারম্যান রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শুভাঙ্কর ঘোষ রাকেশসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

করোনা মহামারির কারণে প্রায় ২৭ মাস স্থগিত থাকা এ বাস সার্ভিস আবারও চালু হওয়ায় বাংলাদেশ ও ভারতের পর্যটন বৃদ্ধি পাবে এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরও জোরালো হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পাওয়া গেলে তামাবিল-ডাউকি চেকপোস্ট দিয়ে যথাসময়ে বাস চলাচল শুরু হবে। প্রতিবেশি এই দুই দেশের মধ্যে সাশ্রয়ী ও জনবান্ধব যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ এই বাস সার্ভিস, যা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের একটি জনপ্রিয় মাধ্যমও।

করোনার কারণে ২০২০ সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায় বাংলাদেশ-ভারতের বাস যোগাযোগ। চলতি বছরের মার্চে এই সেবা ফের চালুর পরিকল্পনা থাকলেও ভিসা জটিলতায় তা আর বাস্তবায়ন করা যায়নি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উপনিবাচনে বিজেপি প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার প্রচারে সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত। ছবি নিজস্ব।

টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রে প্রচারে জোর দিলেন আশিস সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। শুক্রবার বাড়ি বাড়ি প্রচার জোরকদমে শুরু করলেন কংগ্রেসের প্রার্থী আশিস কুমার সাহা। এদিন খোসবাগান এলাকায় প্রচার করলেন আশিস বাবু। ৮ টাউন বড়দোয়ালী কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশিস সাহা খোশ বাগান এলাকায় শুক্রবার বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছেন। এদিন প্রচারে বেরিয়ে তিনি বলেছেন, খোসবাগান ও স্মৃতি মন্দির এলাকার মানুষের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় তার। তিনি এলাকাটিকে কংগ্রেস সমর্থিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উনার কথায়, তাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া রয়েছে। তবে শাসকের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে ক্ষোভও লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠে আসছে এলাকাগুলি থেকে। এমনই অভিমত আশিস সাহার। সরকারের বিভিন্ন জনস্বার্থ বিরোধী নীতির

কারণে ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। উনার কথায়, সাধারণ মানুষের জন্য কোন উদ্যোগ নেই। সাধাবণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের প্রতিফলন এই উপ নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটবে বলে বক্তব্য. আশিস সাহার। মানুষ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে তাদের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছেন. আশিস সাহা।

আজাদ সমাজ পার্টিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক আশিস দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। অবশেষে প্রাক্তন বিধায়ক আশিস দাস আজাদ সমাজ পার্টিতে যোগদান করেলেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক আশিস দাস। তিনি আরো জানান, আসন্ন উপনির্বাচনে ৬ আগরতলা কেন্দ্র থেকে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৬ আগরতলায় তাদের প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার মেজর ব্রজলাল দেবনাথ। আসন্ন ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরার ৬০ টি বিধানসভা কেন্দ্রেই প্রার্থী দেবে বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক বাবু। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে আশীষ দাস বলেছেন, রাজ্যের মানুষ ভাবতে পারেন দল বদলানোর মাস্টার হয়ে গেছেন আশিস দাস। কিন্তু এটা মূল বিষয় নয়। সততার সাথে যদি রাজনীতি করতে না পারেন তাহলে সেই দলে থাকবেন না তিনি। এমনই অভিমত উনার। তিনি আরো বলেছেন, জীবনে যদি শেষ দল যদি হয়ে থাকে তবে সেটা হবে আজাদ সমাজ পার্টি। এবার রাজনীতি করবেন পশচাৎপদ মানুষের জন্য বলে জানান আশিস দাস।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

জলাশয়ে মৃতদেহ ভেসে উঠে। এই মৃতদেহটি পবীন্দ্র নাথের বলে জানা গেছে। বুধবার রাতে তিনি মাছ ধরতে বের হয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে আসেননি। পরের দিন বাড়ির লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নেন। কিন্তু খবর না পেয়ে ধর্মনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল। শুক্রবার তার বাড়ির পেছনে জলাশয়ে মৃতদেহ ভেসে উঠে। ছেলে সহ পরিবারের অন্যান্যরা মৃতদেহটি শনাক্ত করেছেন।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত জারি রেখেছে। তবে হঠাৎ করে ৫৫ বছরের ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় যেমন শোকের ছায়া নেমে এসেছে, তেমনি দেখা দিয়েছে তীব্র চাঞ্চল্য। পুলিশ জানিয়েছে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসুক। তারপর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। তাঁদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অবরোধকারীরা আপাতত অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। অবরোধকারীরা অবশ্য হুশিয়ারি দিয়েছেন, দাবি অনুযায়ী পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।সে মোতাবেক, আজ আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা পুণরায় চালু হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় ওই পরিষেবার সূচনা করেছেন। এদিন পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার এক ও অভিন্ন হৃদয়। ভাষা, পোশাক, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সবেতেই মিল রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় যোগাযোগ ক্ষেত্র বিরাট প্রসারিত হচ্ছে। সড়ক পথে সাবরুম দিয়ে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হচ্ছে। রেলপথে যোগাযোগ এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। খুব শীঘ্রই জলপথেও ত্রিপুরা জুড়তে চলেছে বাংলাদেশের সাথে। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিমান যোগাযোগও খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।তাঁর কথায়, যোগাযোগ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য দুই দেশের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য পরিচালকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান তিনি। সাথে ভারত ও বাংলাদেশের যাত্রীদের কাছেও দুই দেশের সম্পর্ক অটুট রাখতে সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।এদিনের অনুষ্ঠানে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, করোনার জেরে ওই পরিষেবা বন্ধ ছিল। এখন পুণরায় চালু হওয়ায় পর্যটন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হবে। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহম্মদ বলেন, ওই বাস পরিষেবা দুই দেশের মৈত্রীর প্রতীক। পুণরায় চালু হওয়ায় দুই দেশের মানুষ প্রিয়জনদের সাথে সহজে দেখা করতে পারবেন। সাথে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ কুমার দাস বলেন, আগরতলা থেকে কলকাতার ভাড়া ২২০০ টাকা এবং আগরতলা থেকে ঢাকার ভাড়া ৯০০ টাকা। ওই বাসে সফরের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। সম্পূর্ণ বাতানুকূল ওই বাসে যাত্রীরা সফর দারুন উপভোগ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।এদিন ওই বাসে ঢাকা যাচ্ছেন আগরতলার বাসিন্দা টিংকু কুমার সাহা বলেন, দুই বছর পর বাংলাদেশে আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছে। তাই, বাস পরিষেবার প্রথম দিনেই টিকিট কেটেছি। আজ যাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, অধিকাংশই বাংলাদেশ বেড়াতে যাচ্ছেন এবং ওই বাস পরিষেবা পুণরায় শুরু হওয়ায় তাঁরা ভীষণ উপকৃত হয়েছেন।

জোলাইবাড়িতে বনমহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। বগাফা বনদপ্তরের উদ্যোগে জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠীত হয় মহকুমা ভিত্তিক বনমহোৎসব। শুক্রবার বিকেল ৪ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী কমিউনিটিহলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠীতহয় মহকুমা ভিত্তিক বনমহোৎসব। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ব্লকের বি এস সির চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও মানস ভট্টাচার্য্য, বগাফা বন দপ্তরের আধিকারির, কাকুলিয়ার ফরেষ্ট রেঞ্জার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বনমহোৎসব উপলক্ষে হলে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা গাছ লাগানোর জন্য সকলকে বিশেষ ভাবে সচেতন করেন। বক্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে সকলকে একটি করে গাছ দান করতে বিশেষ আহ্বান জানানো হয়। এতে করে সঠিক ভাবে বৃক্ষরোপন করলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে লোকজনদের রক্ষা করা সম্ভব হবে। বনদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলো।

পশ্চিম পিলাক গ্রামপঞ্চয়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত লার্ভার্থী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং সগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। মূল লক্ষ্য আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করা। দলের পাশাপাশি লোকজনদের সার্বিক উন্নয়নেও কাজ করে যাচ্ছে মন্ডল সভাপতি অজয. রিয়াং। শুক্রবার জোলাইবাড়ীর পশ্চিম পিলাক এলাকায় এলাকার লোকজনদের নিয়ে অনুষ্ঠীত হয় লার্ভার্থী সম্মেলন। আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে এলাকার লোকজনেরা রাজ্য সরকারের দেওয়া সুবিধাগুলি সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা এবং তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা কর হয়। আলোচনার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা জনসন্মুখে তুলে ধরলেন মন্ডল সভাপতি সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। বিজেপি কর্তিক আয়োজিত আজকের এই সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সদস্য তথা ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিন জেলার সদস্য মনিন্দ্র বিশ্বাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বি এস সির চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই সন্মেলন সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরলেন মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং। মন্ডল সভাপতি জানান আসন্ন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকজন পুনরায় বিজেপি মনোনিত প্রার্থীদের বিপুলভোটে জয়যুক্ত করবে। ত্রিপুরার জনগণ বিরোধীদের এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দেবে না বলে জানান মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর কর্মশালা জোলাইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। জোলাইবাড়ী ব্লকে ব্লক আধিকারিকের উদ্দ্যোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলকার উপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জোলাইবাড়ী ব্লকে ব্লক আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য দায়িত্বে আসাব পর লোকজনদের রক্ষনার্থে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার উপর এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করেন। আজকের এই মোহড়ায় জোলাইবাড়ী বালিকা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, জোলাইবাড়ী দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও এলাকার লোকজনের উপস্থিতিতে এই মহড়া প্রদর্শন করা হয়। আজকের এই মহড়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলাকালিন সময়ে লোকজন কিভাবে প্রাথমিক ভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে তা প্রদর্শন করা হয়।

জোলাইবাড়ী ব্লকে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লক আধিকারিক মানস ভট্টাচার্য্য, ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ বিনেতা চাকমা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা।

জোলাইবাড়ী ব্লক কতৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাগেলো। সকলে ব্লক আধিকারিককে এইধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

উপস্থিত ছাত্রীদের নিয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় দেশের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম, নির্বাচন কমিশনের প্রতিষ্ঠার সাল, ভিভিপ্যাট, নির্বাচন সম্পর্কিত টোল ফ্রি নম্বর, রাজ্যে চারটি আসনে কবে উপনির্বাচন, লোকসভার প্রথম মহিলা অধ্যক্ষের নাম ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। অনুষ্ঠানে ডঃ মিশ্র তার বক্তব্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানে এগিয়ে আসার জন্য সমস্ত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখেন। তিনি নিজের ভোট নিজে দেওয়ার আহ্বান জানান।তিনি আরো বলেন, কোন চাপের মধ্যে পড়ে যাতে কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ না করেন। তিনি বলেন, নতুন ভোটার ও বয়স্ক ভোটারদের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নিজে ভোটদান করে পরিবারের বাকি সদস্যদেরকেও ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান ৬-আগরতলা কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক। অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি শর্বানী নাগ সহ অন্যান্য কর্মীগণ।এদিন রাজধানীর এমবিবি কলেজের সায়েন্স ব্লকের মিলনায়তনে ভোটার সচেতনতা সম্পর্কে অনুরূপ একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বিষয়ক সাধারণ পর্যবেক্ষক ডঃ পার্থ সারথি মিশ্র।উপস্থিত ছিলেন কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর অর্পিতা আচার্য্য সহ বিভিন্ন বর্ষে পাঠরত ছাত্রছাত্রী এবং রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের পদাধিকারীগণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ৬-আগরতলা কেন্দ্রের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ডঃ মিশ্র বলেন, ছাত্রছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখন থেকেই সজাগ ও সচেতন হতে হবে তাদের। নির্বাচন একটা উৎসবের মতো। এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামিল হতে হবে প্রত্যেক ভোটারকেই। সেই সাথে ভোট প্রদানে অন্যদেরও উৎসাহিত করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যে গণহারে ভোট প্রদানের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। ভোটার সচেতনতা উপলক্ষে এদিন এমবিবি কলেজেও নির্বাচন সংক্রান্ত কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পরে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী রামপদ

● প্রথম পাতার পর

মঞ্চে উঠতেই তিপরা মথার সমর্থিত দুষ্কৃতীরা ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করেন। তাঁরা গাড়ি ভাংচুর করেন। তাতে, বেশ কয়েকজন মাথায়, বুকে, পায়ে আঘাত পেয়েছেন। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীরা আমার গাড়ির দুইটি কাঁচ ভেঙেছে। মন্ত্রীর গাড়িতেও ভাংচুর করেছে। এধরনের উগ্র আচরণ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। পাহাড়ে তিপরা মথার সমর্থকরা যেভাবে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করছে তাতে মনে হচ্ছে, অন্য রাজনৈতিক দলের রাজনীতি করার অধিকার নেই।পরবর্তীতে এমডিসি তথা তিপরা মথার নেতা রবীন্দ্র দেববর্মা এবং বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা খোয়াই চৌমুহনী এবং হেজামারায় পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। পুলিশ ওই ঘটনায় সন্দেহজনক ১০ জনকে আটক করেছে।

রাজ্যসভা নির্বাচনে

● প্রথম পাতার পর

প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থী সুভাষ চন্দ্রার মধ্যে। রাজস্থান বিধানসভার অঙ্ক অনুযায়ী, এই পর্বে একজন প্রার্থীকে জেতাতে ৪১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। রাজ্যে কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা ১০৮। সেই সঙ্গে ১৩ জন নির্দল, দু'জন সিপিএম এবং একজন আরএলডি বিধায়ক কংগ্রেসকে সমর্থন করছে বলে দাবি করে হাত শিবির। শেষপর্যন্ত ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টির দুই বিধায়কও তাঁদের সমর্থন করছে বলে দাবি কংগ্রেসের। যদিও নির্দলরা কাকে ভোট দিয়েছেন স্পষ্ট নয়। এদিকে বিজেপির চাপ আরও বেড়ে যায় তাঁদেরই দলের দুই বিধায়ক ক্রস ভোট করায়।ফলাফল ঘোষণার পরই বিজেপিকে কটাক্ষ করে টুইট করেছেন কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। তিনি লেখেন, "শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল যে কংগ্রেস জিতবে। নির্দল প্রার্থীকে সমর্থন করে বিজেপি ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা করেছিল।"শুক্রবার রাজ্যসভা নির্বাচন ঘিরে ছিল টানটান নাটক। ক্রস ভোটিংয়ের গেরোয় পড়েছে কংগ্রেস ও বিজেপি দু'দলই। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজস্থানে বাজিমাত করেছে কংগ্রেস। পরাজিত বিজেপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী তথা মিডিয়া ব্যারন সুভাষ চন্দ্রা। রাজস্থানের মোট চারটি আসনের মধ্যে কংগ্রেসজয়ী হয়েছে তিনটিতে। বিজেপি পেয়েছে একটি আসন। কংগ্রেসের হয়ে এবার রাজ্যসভায় যাচ্ছেন প্রমোদ তিওয়ারি, মুকুল ওয়াসনিক ও রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। চতুর্থ আসনে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ঘনশ্যাম তিওয়ারি।

যাত্রী ২৮ জন

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগও খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন তিনি।তাঁর কথায়, যোগাযোগ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য দুই দেশের সমন্বয় খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া ঢাকা বাস পরিষেবা ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য পরিচালকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানান তিনি। সাথে ভারত ও বাংলাদেশের যাত্রীদের কাছেও দুই দেশের সম্পর্ক অটুট রাখতে সহায়তার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।এদিনের অনুষ্ঠানে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, করোনার জেরে ওই পরিষেবা বন্ধ ছিল। এখন পুণরায় চালু হওয়ায় পর্যটন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দারুণভাবে উপকৃত হবে। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহম্মদ বলেন, ওই বাস পরিষেবা দুই দেশের মৈত্রীর প্রতীক। পুণরায় চালু হওয়ায় দুই দেশের মানুষ প্রিয়জনদের সাথে সহজে দেখা করতে পারবেন। সাথে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজেশ কুমার দাস বলেন, আগরতলা থেকে কলকাতার ভাড়া ২২০০ টাকা এবং আগরতলা থেকে ঢাকার ভাড়া ৯০০ টাকা। ওই বাসে সফরের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। সম্পূর্ণ বাতানুকূল ওই বাসে যাত্রীরা সফর দারুন উপভোগ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।এদিন ওই বাসে ঢাকা যাচ্ছেন আগরতলার বাসিন্দা টিংকু কুমার সাহা বলেন, দুই বছর পর বাংলাদেশে আত্মীয়দের সাথে দেখা করার সুযোগ হয়েছে। তাই, বাস পরিষেবার প্রথম দিনেই টিকিট কেটেছি। আজ যাত্রীদের সাথে কথা বলে জানা গিয়েছে, অধিকাংশই বাংলাদেশ বেড়াতে যাচ্ছেন এবং ওই বাস পরিষেবা পুণরায় শুরু হওয়ায় তাঁরা ভীষণ উপকৃত হয়েছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে

● প্রথম পাতার পর

আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনজনের মধ্যে মিন্টু দাস সুস্থ রয়েছেন বলে খবর।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। নির্মাণ শ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে শোকের আবহ বিরাজ করছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু নির্মাণ শ্রমিকের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রশাসনের কাছে জনগনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শুক্রবার রঞ্জিত তাতী তার প্রতিবেশী মহিলা সঙ্গীতা তাতীর সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। বাক-বিতণ্ডার জেরে শেষ পর্যন্ত রঞ্জিত তাতী উত্তেজিত হয়ে তার প্রতিবেশী সঙ্গীতাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন।ঘটনার পরপরই পরিবারের লোকজনরা সঙ্গীতা তাতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে ধর্মনগর থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে খুঁজছে। ঘটনার পর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

মিছিল করে এদিন বাড়ি বাড়ি প্রচার সেরেছেন।

তাঁর কথায়, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। ক্ষমতায় আসার আগে ২৯৯টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি গুলি বাস্তবায়িত হয়নি। তাই মানুষ শাসক দলের উপর ক্ষুব্ধ। ভোট প্রদানের মাধ্যমেই মানুষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের উত্তর দেবেন বলে দাবি করেন রঘুনাথ সরকার।

তাঁর বক্তব্য, মানুষ চাইছেন শুধু ভোট কেন্দ্রে যাওয়া নিশ্চিত হোক। সেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা হলে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।এদিন ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে অভয়নগর রবিদাস পাড়ায় বামফ্রন্ট প্রার্থীর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বলেন, মানুষের দারুন সাড়া মিলছে। সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি তার প্রমাণ দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, মানুষ শুধুই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বেঁচে থাকার উপায় খুজছেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, মানুষের অভিযোগ থেকে জানতে পেরেছি, কথা বলা যায় না। রেশনের কার্ড মিলেনা। রেশনে গেলে জিনিস পাওয়া যায়না। সকলের এই সমস্ত অভিযোগ তিনি শুনছেন এবং সমাধানের প্রশ্নে বামফ্রন্ট প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইছেন।

কল্যাণপুরে

● প্রথম পাতার পর

গাছে প্রায় ৩০ ফুট উপরে গলায় গামছা দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। আত্মহত্যার খবর চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ গাছের উপর থেকে মৃতদেহটিকে নিচে নামিয়ে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলেই জানা যাবে আসল রহস্য। আজ থেকে কিছুদিন আগেও কল্যাণপুর থানা এলাকায় এক উঠতি বয়সের যুবক গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। আজকের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এদিকে এদিন পুলিশ একটি আস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

থানায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডিম সাগর লেক থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি জানিয়েছে বিরোধীদল সিপিআইএম।

চেসআলিম্পিয়াডে আমন্ত্রিত মুসকান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।।ত্রিপুরার মুসকান-কে চেস অলিম্পিয়াডে আমন্ত্রণ। খেলার জন্য নয়, তবে আমন্ত্রণ এসেছে ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসামান্য সম্মান স্বরূপ আমন্ত্রণ। ভারতে প্রথম বারের মতো চেস অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২৭ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াড- ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন এটি। ১৯০ এর অধিক সংখ্যক দেশ থেকে ১৭৫০ জনেরও বেশি দাবাড়ু এতে অংশ নেবে। ভারতের 'চেস ক্যাপিটাল' হিসেবে বিখ্যাত চেন্নাই শহরে এবারকার এই আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ত্রিপুরার প্রতিভাবান মহিলা দাবাড়ু মুসকান দেবনাথ আমন্ত্রণ পেয়েছে। ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে এক আমন্ত্রণপত্রে মুসকানকে বলা হয়েছে ২১ জুলাই তারিখে চেন্নাইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ রিপোর্ট করার জন্য। ভলেন্টিয়ারের দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের বিষয় রয়েছে। তাই টুর্নামেন্ট শুরুর ৬ দিন আগেই মুস্কানকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে। ১১ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে ভলান্টিয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনের প্রশংসা পত্র প্রদান করার মধ্য দিয়ে মুসকানকে সম্মানিত করা হবে। মুসকানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সহ তার আমন্ত্রণ পত্রে ফিডে চেস অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দনও জানানো হয়েছে।

খেলো ইন্ডিয়ায় পদক জয়ের প্রত্যাশা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। পদক জয়ের আশা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের এবারকার আসরে ত্রিপুরার খেলোয়াড়রা ৫ম পদক পাবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হরিয়ানার পঞ্চকুলায় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমসের সপ্তম দিনে ত্রিপুরার অ্যাথলেটেরা একপ্রকার হতাশার বার্তা-ই দিয়েছে। কোথাও পঞ্চম তো কোথাও সপ্তম। সেই কবে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট প্রতিষ্ঠা সামন্তের হাত ধরে দুটি স্বর্ণপদক আর থাং-তায় বালিকা বিভাগে ত্রিপুরার প্রতীক্ষা ও কেনজিয়ার দুটি ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তির পর ত্রিপুরার শিবিরে পদক জয়ের ব্যাপারে খরা দেখা দিয়েছে। আজ, শুক্রবার আসরের সপ্তম দিনে জুডোতে মেয়েদের ৪৪ কেজি বিভাগে রাজ্যের তারকা খেলোয়াড় দেবাঞ্জলী নাথ প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায়। ছেলেদের ৫০ কেজিতে রিক্সন দেববর্মা সেমিফাইনালে উঠে বিদায় নেয়। পরপর দুই রাউন্ডে জয় ছিনিয়ে শেষ চারে উঠলেও শেষ রক্ষা হয় নি।

আগামীকাল মেয়েদের ৫২ কেজি বিভাগে নমিতা কলই ও ছেলেদের ৭২ কেজি বিভাগে সায়ন রায় আগামীকাল নামবে। ট্রেডিশন্যাল গেমস কালারিপায়াট্টুতে রাজ্যদল দলগত লড়াইয়ে সপ্তাহ স্থান পায়। সাঁতারু তেমন ভালো কোন খবর নেই। পদক জয়ের তালিকায় আয়োজক হরিয়ানা-ই শীর্ষে ৩৩ টি স্বর্ণপদকসহ ৯৬টি পদক পেয়ে। মহারাষ্ট্র ৩২টি স্বর্ণসহ ৮৫টি পদক পেয়ে। মনিপুর তৃতীয় স্থানে ১৩টি স্বর্ণসহ আঠারোটি পদক নিয়ে। ত্রিপুরার স্থান সেই ১৯শে-ই রয়েছে ২টি স্বর্ণ সহ চারটি পদক নিয়ে।

১৩টি ইভেন্টে আন্তঃ অফিস ক্রীড়া, নাম জমার শেষ তারিখ ৩০ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। ত্রিপুরা আন্ত অফিস ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবছরও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। অনুমোদিত বিনোদন সংস্থাগুলোর প্রতিযোগীদের নাম সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক ইউনিট ও খেলোয়াড়দের ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার অফিসে প্রতি বুধবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটা থেকে আটটার মধ্যে নাম জমা দিতে বলা হচ্ছে। নাম নথিভুক্ত করার সময় অবশ্যই নির্দিষ্ট এন্টি ফি জমা করতে হবে। যে যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তারও একটি তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এবছর ১৩টি ইভেন্ট, যেমন - অকশন ব্রিজ, চায়না ব্রিজ, ক্যারাম, সাঁতার, ভলিব ল, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, কাবাডি, টাগ-অফ-ওয়ার, আর্ম রেসলিং-এর পাশাপাশি মিউজিক্যাল চেয়ার (শুধুমাত্র মহিলা) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন। নাম জমা দিতে হবে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে।

লংতরাই ভ্যালিতে রানের বন্যা অপরাজেয় বুলেটের বিশাল জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। টানা জয়, রেকর্ড রান - সব মিলিয়ে বুলেট ক্লাব যেন অনেকটাই এগিয়ে। নামের সঙ্গে তাল মেলানো গতিতে তাদের যেন পাহাড়-প্রমাণ রান করার প্রবণতা। লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটের সুপার আটের খেলায় বুলেট ক্লাব জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে শীর্ষে অবস্থান করার পাশাপাশি রান রেটের নিরিখে নিজেদের অবস্থান বেশ শক্ত করে নিয়েছে। সুপার আটের খেলায় ২৩৫ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ের সুবাদে বুলেট ক্লাব আজ মূল পর্বে নকআউটে খেলার ছাড়পত্রও ছিনিয়ে নিয়েছে। খেলা ছিল ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে। বুলেট ক্লাব বনাম সালকা বাদলের মধ্যে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচ, শুরুতেই ওভার সংখ্যা ১০ কমিয়ে চল্লিশে দাঁড় করানো হয়। টস জিতে হালকা বাদল প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। বিধ্বংসী বুলেটকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথমে ব্যাট করার জন্য। সুযোগ পেয়ে বুলেট ক্লাবের তিনজনের চমকপ্রদ অর্ধশত রানের সুবাদে দলের স্কোর যথেষ্ট উঁচুতে তুলে। সীমিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে বুলেট ক্লাব ৩৪০ রান সংগ্রহ করে। চলতি আসরে এটি রেকর্ড স্কোর। দলের পক্ষে ফারাজ আহমেদের ৬৫ রান, সুদর্শন দাসের ৬৪ রান, আমন সিংয়ের অপরাজিত ৫৩ রানের পাশাপাশি রাজদীপ দাসের ৪০ রান, ওপেনার কৃষান গুরুং-এর ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। ফারাজ ৬৫ রান করেছে ৩৬ বলে চারটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। সুদর্শন ৬৪ পেয়েছে ৪৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি মেরে। রাজদীপ ৪০ রান পেয়েছে ২৭ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে। সালকা বাদলের অমূল্য রূপিনী ও ঋত্বিক ত্রিপুরা দুজনেই তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সালকা বাদল মূলতঃ বুলেট ক্লাবের পাহাড় প্রমাণ স্কোরের চাপেই থমকে দাঁড়ায়। ২১.৩ ওভার খেলে ১০৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে বড় স্কোর সৈনিক দেববর্মার ২৩ রান। বুলেট ক্লাবের বোলার কৃতি কিষান চাকমা একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ৮ রানের বিনিময়ে। রাজদীপ দাস ও চিরঞ্জিত দাস পেয়েছে দুটি করে উইকেট। মূলতঃ ফারাজ, সুদর্শনদের ব্যাটিং-এর পর কৃতি কিষাণের বোলিংয়ের দাপটে বুলেট ক্লাব দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে অপরাজেয়র ধারা অক্ষুণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ড্র করে রঞ্জির সেমিফাইনালে বাংলা, ম্যাচ সেরা সুদীপ

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন (হি.স.) : প্রথম ইনিংসে ৭৭৩ রান তোলার পর সেমিফাইনালে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল বাংলার। শেষ পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন মনোজ তিওয়ারিরা। শুক্রবার বেঙ্গালুরুর জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১৮/৭ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। ম্যাচ ড্র হয়ে যায়। প্রথম ইনিংস ২৯৮ রানে শেষ হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের ইনিংস। আর এর সঙ্গেই বাংলা পৌঁছে যায় ঘরোয়া ক্রিকেটের ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টের শেষ চারে। ৭৯৩ রানের বিরাট লিডের সুবাদেই বাংলার পরের রাউন্ডে চলে গেল। ম্যাচ সেরা ঘোষিত হন সুদীপ ঘরামি। সেমিফাইনালে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের প্রতিপক্ষ মধ্যপ্রদেশ। প্রথম ইনিংসে দুর্ধর্ষ ব্যাটিং পারফরম্যান্সে ভর করে সাত উইকেটের বিনিময়ে ৭৭৩ রান করেছিল বাংলা। বাংলার নয় ব্যাটারই অর্ধশতরান করে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। জবাবে মাত্র ২৯৮ রানে অলআউট হয়ে যায় ঝড়খণ্ড। ৪৭৫ রানের লিড নিয়ে এমনিই জয় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল অরুণ লালের কোচিং করানো দলের। তবে সেমির আগে ব্যাটিং অনুশীলন সেরে নিতে আবারও ব্যাটে নামে বাংলা। তাতে কাজের কাজও হয়। শেষদিনে বাংলার হয়ে অনবদ্য ১৩৬ রানের ইনিংস খেলেন মন্ত্রীমশাই মনোজ তিওয়ারি। এ মরশুমে এটি তাঁর প্রথম রঞ্জি শতরান।

১৩৬ রানে মনোজের আউট হওয়ার পরেও, পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পরে ঘণ্টাখানেকের একটু বেশি সময় বাংলা ব্যাট করে বটে। তবে অনুকুল রায়ের বলে শাহবাজ আহমেদ ৪৬ রানে আউট হতেই ইনিংস ঘোষণা করে দেয় বাংলা। ৭৯৩ রানে বাংলা এগিয়ে থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ঝাড়খণ্ডের ম্যাচ জেতার আর কোনও সুযোগ ছিল না। তাই সেখানেই দুই দল হাত মিলিয়ে শেষ করে দেয় ম্যাচ। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যর্থ হলেও প্রথম ইনিংসে ১৮৬ রানের অনবদ্য ইনিংসের জন্য ম্যাচ সেরা ঘোষিত হন সুদীপ ঘরামি।

কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি তিন ম্যাচ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলা-ঝাড়খণ্ড ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় নির্ধারিত হয়ে গেল সেমিফাইনালের সূচি। সেমিতে মধ্যপ্রদেশের মুখোমুখি হবে গতবারের রঞ্জি ফাইনালিস্ট বাংলা। মধ্যপ্রদেশ পঞ্জাবকে হারিয়ে সেমিফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করেছে। ১৪ জুন থেকে বেঙ্গালুরুর আলুরে শুরু হবে সেই ম্যাচ।হিন্দুস্থান সমাচার /

অমরপুরে ক্রিকেট, রতনের ৫ উইকেট, আজাদ হিন্দকে হারিয়ে বিবেকানন্দ শীর্ষে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে বিবেকানন্দ ক্লাব। এই জয়ের সুবাদে আপাতত বিবেকানন্দ ক্লাব পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে। তবে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে আরসিসি। বিবেকানন্দ ক্লাব নিজেদের শেষ ম্যাচে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। ৬ দলীয় আসরে ৫ ম্যাচ থেকে থেকে তিনটিতে জয় ও একটিতে টাই এবং একটিতে নো-রেজাল্টের সুবাদে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত শীর্ষে রয়েছে। আরসিসি মুখিয়ে রয়েছে পরবর্তী অর্থাৎ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে দেবার্পিত ক্রিকেট একাডেমির সঙ্গে খেলায় জয় ছিনিয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসার। আজ খেলা ছিল রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে। আয়োজক অমরপুর ক্রিকেট এসোসিয়েশন। সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ১৩তম ম্যাচে আজ বিবেকানন্দ ক্লাব চার উইকেটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। লো স্কোরিং ম্যাচে আজাদ হিন্দ ক্লাব ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয়েছে। সকালে ম্যাচ শুরুতে একটু দেরি হওয়ায় এক ওভার কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল। টস জিতে আজাদ হিন্দ ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ২০.৪ ওভার খেলে আজাদ হিন্দ ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৭১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে শুভঙ্কর দাস সর্বাধিক ২০ রান পায়। অতিরিক্ত খাতে ১৮ রান না পেলে তাদের স্কোর পঞ্চাশও হতো না। বিবেকানন্দ ক্লাবের রতন জমাতিয়া একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ৯ রানের বিনিময়ে। এছাড়া, টুটন সরকার দুটি এবং অজয় জমাতিয়া, গৌতম দাস ও গৌতম দাস গুপ্ত প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিবেকানন্দ ক্লাব ১৬.৫ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে সহজেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। তবে আজাদ হিন্দ ক্লাবের রানা নাগ ও হৃদয় দাসের বোলিংয়ে বিবেকানন্দ ক্লাব প্রথম বলে উইকেট হারানো থেকে শুরু করে ৪৪-এর মধ্যে চার উইকেট হারিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়েছিল। দেবোত্তম ঘোষের ১৬ রান, রতন জমাতিয়ার ১৪ রান এবং গৌতম দাসের অপরাজিত ১৪ রান দলকে সহজ জয় এনে দেয়। আসলে লো স্কোরিং টার্গেট হওয়াতে বিবেকানন্দ ক্লাবের তেমন চাপে পড়তে হয়নি। মূলতঃ রতন জমাতিয়ার বিধ্বংসী বোলিং-এর সৌজন্যে বিবেকানন্দ ক্লাব চার উইকেটে জয়ী হয়ে ৪ পয়েন্ট পেয়েছে।

ফুটবল রেফারিদের বৈঠক কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। ত্রিপুরা রেফারিজ এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির সভা ১২ জুন। রাজ্য রেফারি সংস্থার। ওই দিন সকাল সাড়ে ১১টায় উমাকান্ত স্টেডিয়াম সংলগ্ন রাজ্য রেফারি সংস্থার অফিস বাড়িতে হবে সভা। সংস্থার কার্যকরি কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সচিব নারায়ন দে অনুরোধ করেছেন। জানা গেছে, আসন্ন ফুটবল মরশুম সহ রেফারিদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে সভায় আলোচনা হবে।

নিউজিল্যান্ড শিবিরে করোনা আক্রান্ত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন

ওয়েলিংটন, ১০ জুন (হি. স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগেই করোনায় আক্রান্ত নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। শুক্রবার টেস্ট শুরু হওয়ার দিন দুই দলের প্রতিটি ক্রিকেটার, কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের করোনা পরীক্ষা করা হয়। আর সেখানে উইলিয়ামসনের কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তাই ইংরেজদের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে নামতে পারবেন না তিনি। আপাতত পাঁচদিন আইসোলেশনে থাকতে হবে তাঁকে। ব্ল্যাকক্যাপসদের বাকি সদস্যদের সকলেরই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড জানিয়েছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচের আগেই উইলিয়ামসনের মতো ক্রিকেটারের ছিটকে যাওয়াটা সত্যিই খুব দু:খজনক বিষয়। এটা আমাদের জন্য একটা বড় ধাক্কাও। তবে আমরা ওর পাশে আছি, ও দ্রুত দলের সঙ্গে যোগ দেবেন'।প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার শরীরে সামান্য কিছু উপসর্গ দেখা গিয়েছিল উইলিয়ামসনের। তখন থেকে তাঁকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল দলের মেডিকেল টিম। অবেশেষে কিউয়ি অধিনায়কের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। আর তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে থেকে ছিটকে যান। তাঁর পরিবর্তে দলকে এই ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে পারেন টম ল্যাথাম।

দল গঠনের জন্য রাজ্য দাবা শনিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। রাজ্য অনূর্ধ-১৭ দাবা প্রতিযোগিতা আজ। নেতাজি সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দাবা হলে আজ সকাল ৯ টায় শুরু হবে আসর। বালক এবং বালিকা উভয় বিভাগে হবে আসর। ওই আসর থেকে দুই বিভাগে শীর্ষ স্থানাধিকারী দাবাড়ু জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। এবছর অনূর্ধ-১৭ জাতীয় আসর হবে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। ১-৯ জুলাই হবে আসর। রাজ্য আসর থেকেজাতীয়আসরেরজন্য বাছাই করা হবে ত্রিপুরা দল। আসরে বালক বিভাগে ২০ জন এবং বালিকা বিভাগে ১২ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছে।

শুরু হলো ভলিবলের আবাসিক শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। শুরু হলো ভলিবল প্রশিক্ষণের আবাসিক শিবির। চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত। রাজ্য ভলিবল সংস্থার উদ্যোগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে ভলিবল কোটে হচ্ছে আবাসিক শিবির। ওই শিবিরে রিপোর্ট করলেন ১৪ জন খেলোয়াড়। পশ্চিম জেলার পাশাপাশি খোয়াই, উত্তর, দক্ষিণ এবং ধলাই জেলা থেকে খেলোয়াড়রা যোগ দেন শিবিরে। রাজ্য সংস্থার বার্ষিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ওই শিবিরের আয়োজন। প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের উন্নতি করাই একমাত্র লক্ষ্য রাজ্য সংস্থার। প্রতিদিন দুবেলা করে হচ্ছে শিবির। শুক্রবার সকাল এবং বিকেল-দুবেলা হয় শিবির। প্রাথমিক ভাবে খেলোয়াড়দের বেসিক ধারনা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন বলেন,'রাজ্যের ভলিবল খেলোয়াড়দের উন্নতি করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে চলছি। যা আগামীদিনেও বজায় থাকবে। রাজ্যে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অভাব নেই। তাদের বের করে এনে উন্নত প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে'।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- 07/EE/DWS/AGT-II/2022-23 dated 08/06/2022

The Executive Engineer, DWS Division-II, Agartala, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES4CPWD/Railway/P&T/Other State PWD/Central & State Sector for the works as detailed below:-

SL.NO.	DNIe-T NO.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	Bid Fee	CLASS OF BIDDER
1.	47/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.21,32,898.00	₹.42,658.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
2.	48/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.38,49,460.00	₹.76,989.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
3.	49/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23.	₹.38,55,039.00	₹.77,100.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
4.	50/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.38,50,371.00	₹ 77,007.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
5.	51/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.38,80,733.00	₹77,615.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
6.	52/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.38,83,300.00	₹77,666.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
7.	53/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.46,09,651.00	₹.92,193.00	180 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
8.	54/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹.34,38,678.00	₹.68,774.00	365 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
9.	55/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹. 42,44,762.00	₹. 84,895.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
10.	56/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹. 42,44,762.00	₹. 84,895.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
11..	57/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23.	₹. 42,44,762.00	₹. 84,895.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
12.	58/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹. 42,44,762.00	₹. 84,895.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class
13.	59/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2022-23	₹. 42,44,762.00	₹. 84,895.00	120 days	₹. 1,000.00	Appropriate Class

> Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 08/06/22 at 18.00 hours.
> Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 23/06/22 up to 15.00 hours.
> Date and Time for Opening of Bid- 23/06/22 at 15.30 hours .
> This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in & https://eprocuretgovin/epublish as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. D. Dasgupta)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura

ICA-C-864/22

PRESS NIeT. NO. 08/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23 **Dated. 02/06/2022**

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Registered Vehical Owner (for Sl. No. 1)/Other State PWD / Central & State Sector undertaking and undertaking also having Experience certificate of Similar Nature of Work along with work order copy (for Sl. No. 4 -7) for the following works :- .

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No.34/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23	₹ 380,880.00	₹ 7,618.00
2	DNIeT. No. 35/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 2,689,271.00	₹ 53,785.00
3	DNIeT. No. 36/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 4,803,814.00	₹ 96,076.00
4	DNIeT. No. 37/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 6,525,450.00	₹ 130,509.00
5	DNIeT. No. 38/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 6,525,450.00	₹ 130,509.00
6	DNIeT. No. 39/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 6,091,400.00	₹ 121,828.00
7	DNIeT. No. 40/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 6,091,400.00	₹ 121,828.00
8	DNIeT. No. 41/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 346,626.00	₹ 6,933.00
9	DNIeT. No. 42/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 250,967.00	₹ 5,019.00
10	DNIeT. No. 43/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 3,439,912.00	₹ 68,798.00
11	DNIeT. No. 44/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 2,859,533.00	₹ 57,191.00
12	DNIeT. No. 45/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23.	₹ 3,325,244.00	₹ 66,505.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 31-05-2022
Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 31-05-2022 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

Sd/-(ER. S.H Jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura.

ICA-C-860-22

PNIe-T No. 04/EE/DWS/KD/2022-23 Dt. 04/06/2022

(1) DNIe-T No. 05/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(2) DNIe-T No. 06/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(3) DNIe-T No. 07/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(4) DNIe-T No. 08/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(5) DNIe-T No. 09/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(6) DNIe-T No. 10/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(7) DNIe-T No. 11/SE/DWS/C/KGT/2022-23
(8) DNIe-T No. 12/SE/DWS/C/KGT/2022-23

Period of downloading of biding documents at :- **14/06/2022 to 01/07/2022**
Deadline for online Bidding :- **01/07/2022** up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- **02/07/2022** up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- 0/0 the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat

For details please contact to the office of the undersigned.

For details please visit:- www.tripuratendersigov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura

ICA-C-866/22

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

তেলিয়ামুড়ায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরী পরিষেবার ফোন বোবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন।। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরী কালীন ফোন বোবা। ঘটনা এক-দু'দিনের নয় বিগত মে মাসের ২৮ তারিখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরিকালীন ল্যান ফোনের যোগাযোগ ব্যবস্থা। এমনটাই জানায় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দায়িত্বে থাকা সাব-অফিসার শান্তি কুমার দেববর্মা। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরী পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে যেকোনো সময় বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।তবে দাবি উঠেছে ডক্টর যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

জানা যায়, এ বিষয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে ল্যান ফোন কম্পানি বিএসএনএল-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেও হচ্ছে না ফোন পরিষেবা স্বাভাবিক। তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরিকালীন পরিষেবা বন্ধ থাকার দরুন দিনের-পর-দিন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তেলিয়ামুড়া বাসীর।

উল্লেখ করা যায়, গত বুধবার রাতে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অধীন চাকমাঘাট এলাকায় একটি যান দুর্ঘটনা ঘটেছিল, আহত হয়েছিল চারজন, কিন্তু তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের জরুরী কালীন ল্যান ফোন লাইন খারাপ থাকার ফলে উদ্ধারের জন্য সাধারণ মানুষ জন দীর্ঘ ঘন্টা অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীতে বাধ্য হয়ে মানুষজনেরা আগরতলা স্থিত অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অফিসে ফোন করে এই দুর্ঘটনার সম্পর্কে জানায় এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের আসতে দেরি হওয়ায় অটো গাড়ি যুগে আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। যোগাযোগ করা হয়েছিল আগরতলা স্থিত অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে, ফলে দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধারের জন্য তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘন্টা বিলম্ব হয়। তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতেই সাধারণের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল তাদের।

শুক্রবার তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দায়িত্বে থাকা সাব-অফিসারের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি নতুন ৬০৩৩২৩১২১৪ একটি মোবাইল ফোন নাম্বার দেন। তিনি তেলিয়ামুড়া বাসীর প্রতি আহ্বান জানান বিপদ কালীন সময়ে এই ফোন নম্বরে ফোন করলেই অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে।

শিল্পী স্বপন নন্দীকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। মূকাভিনয়ে সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিল্পী স্বপন নন্দীকে ছবি ও কবিতার পক্ষ থেকে গত ৯ জুন, বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬ টায় এগিয়ে চল সংঘ প্রাঙ্গনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছবি ও কবিতার সভাপতি শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক স্মিতা ভট্টাচার্য। স্বপন নন্দীর শিল্পী-জীবন নিয়ে আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সরকারি চারুকলা ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য। বক্তারা তাদের বক্তব্যে স্বপন নন্দীর বহুমুখী প্রতিভার কথা তুলে ধরেন।স্বপন নন্দী তাঁর শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতা বক্তব্যে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির দেবকেও সম্মান জানানো হয়। ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক শ্যামল কান্তি দেব। এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও কবি সম্মেলন এই অনুষ্ঠানকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়। বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় দর্শকের সমাবেশ নজরকাড়া ছিল।

শুক্রবার ওড়িশা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন শুভাশীষ তলাপাত্র।

ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। উপনির্বাচনের প্রচারে ব্যস্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী। বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাচ্ছেন শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের। চারটি আসনের উপ নির্বাচনের মোট ২২ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে আগামী ২৩ জুন।

শুক্রবার ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের সেন্ট্রাল রোডে বাড়ি বাড়ি প্রচার চালিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহা। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী রাম প্রসাদ পাল, বিধায়িকা কল্যাণী রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন সব বয়সের ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেছেন বিজেপি প্রার্থী। তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজের লিফলেট। বিজেপির বাড়ি বাড়ি প্রচারে মহিলা কার্যকরতাদের উপস্থিতি ছিল এদিন নজর কাড়া।

বিজেপি প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহা এদিন বলেছেন, জন্ম থেকেই আগরতলায় বেড়ে ওঠা। নতুন পুরানো সকল মানুযের সঙ্গে কথা হচ্ছে। পুরনো মানুষদের সঙ্গে ফের একবার দেখা করার সুজোগ মিলছে। নষ্টালজিক অনুভব করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। ভোটকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে সবার সঙ্গে কথা হওয়ায় সুবাদে ভাল লাগছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কোনো মানুষ অভিযোগ জানায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে জলের সমস্যা নিয়ে কিছু অভিযোগ জানিয়েছেন। সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন, জানান বিজেপি প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহা।

শান্তিরবাজারে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুন।। কাঁঠালিয়া এলাকা থেকে এক নেশাকারবারীকে গ্রেপ্তার করলো শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার শান্তিরবাজার মহকুমার কাঁঠালিয়া এডিসি ভিলেজে এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে চলাফেরা করতে দেখে এলাকাবাসী।

এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে লোকটিকে আটক করে খবর দেয় শান্তিরবাজার থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার এস আই সঞ্জয় দেববর্মা, প্রফেশনাল এস আই সুজিত সরকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল পরিমানে নেশাসামগ্রী উদ্ধার করে। ঘটনার খবর পেয়ে পরবর্তীসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন ডিসিএম সুমন দেব ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত। ঘটনাস্থলে গিয়ে নেশাসামগ্রী সহ জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৯) নামে নেশাকারবারীকে গ্রেপ্তার করে শান্তিরবজার থানায় নিয়ে আসা হয়। এই নেশাকারবারীকে গ্রেপ্তার করার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তিরবাজার থানার ওসি বিশ্বজিৎ দের্বমা। তিনি জানান জাহাঙ্গীর হোসেন মেলাঘর থানার অধিনে টেলকাজলা এলাকার বাসিন্দা। নেশাকারাবারী থেকে ৫ পেকেটে ৬৮ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। নেশাকারবারীর বিরুদ্ধে শান্তিরবাজার থানায় এন ডি পি এস মামলা নথিভুক্ত করা হয়। আগামীকাল অভিযুক্তকে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে প্রেরন করা হবে বলে জানান শান্তিরবাজার থানার ওসি বিশ্বজিৎ দেববর্মা। জানা যায় উদ্ধার করা নেশাসামগ্রীর বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা হবে। শান্তিরবাজার থানার এই ধরনের সাফল্যে খুবই খুশি শান্তিরবাজারের লোকজন।

মদ্যপানে আপত্তি, স্বামীকে দূরে রাখতে গিয়ে রক্তাক্ত স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১০ জুন।। মদ্যপানে আপত্তি।স্বামীকে দুরে রাখতে গিয়ে রক্তাক্ত হলো স্ত্রী। গুরুতর আহত অবস্থায় স্ত্রী বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। জানা গেছে,গত বৃহস্পতিবার রাতে এক বিয়ে বাড়িতে নিজের স্বামীকে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে বসে মদ্যপান করতে দেখে স্ত্রী সঙ্গীতা তাঁতি। তারপর নিজ স্বামীকে সেখান থেকে ডেকে আনে এবং স্বামী সহ ওই ব্যক্তিকে বকাবাদ্য করে। আর সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে শুক্রবার ভোর রাতে সঙ্গীতার বাড়িতে ঢুকে তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে রণজিৎ তাঁতি নামের ঐ ব্যক্তি। জানা যায়, ঐ সময় রঞ্জিত নেশায় আসক্ত ছিল। উত্তর জেলার যুবরাজ নগর বিধানসভার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর থানাধীন হাফলং গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডের বীরেশ পাড়া এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গীতাকে প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় নিয়ে আসা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। বর্তমানে তার অবস্থা দেখে জিবি হাসপাতালে রেফার করলে বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে জেলা হাসপাতালে উপস্থিত হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ। থানার অফিসার ইনচার্জ শিবু রঞ্জন দে জানিয়েছেন, এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত রণজিৎ তাঁতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বর্তমানে সে ধর্মনগর থানার হেফাজতে রয়েছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ নিজে থেকে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্তে নেমেছে। শনিবার ধৃতকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ। গোটা ঘটনায় হাফলং এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত, ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ জুন।। কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ নিয়ে মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। একের পর এক অভিযোগ। ভোক্তাদের দাবি অভিযোগ বক্স খোলা উচিত। কল্যাণপুরের সব চেয়ে বড় ১১ কে ভি ফিডার কমলনগর ফিডারের যন্ত্রনায় মানুষ বিরক্ত। এই ফিডারে বিদ্যুৎ থাকে না বললেই চলে। মান্ধাতার আমলের পরিবাহী তার ও নষ্ট ট্রান্সফারমার জোড়াতাপ্পি দিয়ে কোনোক্রমে চলছে এই ফিডার। ঘিলাতলী থেকে বড়মুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই অকেজো ফিডার। বৃষ্টি ঝড় জল না হলেও এই ফিডার হঠাৎ করেই ঘন্টার পর ঘন্টার জন্য অকেজো হয়ে যায়। নিগমের এক কর্তা জানান জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে এই ফিডার। কমলনগর ফিডার গেছে বেশ কিছু রাবার বাগানের মধ্য দিয়েও। তাই প্রায় সময়ই রাবার গাছ পরে ফিডার অচল হয়ে যায়। কিন্তু বৃষ্টি না থাকলে ফিডার কেন অচল হয় তার কোন জবাব ওই নিগম কর্তা দিতে পারেননি। বৃহস্পতিবার রাত আড়াইটে নাগাদ এই ফিডারে বিদ্যুৎ চলে যায়। ফলে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পরে ঘিলাতলী, ওয়াতিলং, পুলিশ পাড়া, বাঘবেড়, রজনী সর্দার পাড়া, একরাই, রাইদাস গগন চৌধুরী, বাতেখা, অমর কলোনী, গোজাখা, ঘনিয়ামারা, তোতা বাড়ী, সহ কমলনগর। জানা গেছে পরিবাহী তার গুলো অত্যন্ত পুরোনো হয়ে গেছে। এগুলো দিয়ে আর কাজ চলছে না। অথচ সরকার বা নিগমের এই গুলো বদল করারও কোন সদিচ্ছা নেই। ভোক্তারা দাবি করেন এ বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নিক নিগম। এদিকে কমলনগর ফিডারে আছে প্রায় চল্লিশটির উপর ট্রান্সফরমার। যার অধিকাংশই অত্যন্ত পুরানো। প্রায় সময় বিনা কারণে এগুলো বিগড়ে যায়। এর পর তাপ্পি মেরে কাজ চালাতে হয়। বৃহস্পতিবার রাতে যে এই ফিডারে বিদ্যুৎ যায় তার আংশিক চালু হয় শুক্রবার বারোটা নাগাদ। বেলা তিনটা নাগাদ ফিডার পুরোপুরি চালু হয়। কিন্তু কখন যে আবার এই ফিডার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে তা কেউ বলতে পারে না। বিদ্যুৎ না থাকলে পানীয় জল পরিষেবাও বন্ধ থাকে। সব মিলিয়ে কমলনগর ফিডার এর মানুষ এক দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছেন। উল্লেখ্য কল্যাণপুরে মোট সাতটি ফিডার আছে। এর মধ্যে ধলাবিল ও গামাইবাড়ির ৩৩ কে ভি ফিডার দিয়ে কল্যাণপুরে বিদ্যুৎ আসে।

কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, গণহারে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন।। প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদে ফের ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাপাড়া এলাকা থেকে সাত বছরের এক শিশু কন্যা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, তিনদিন ধরে জ্বর জনিত সমস্যায় ভোগছিল সাত বছরের শিশু কন্যা শর্মিলা রিয়াং। শুক্রবার বিকেল নাগাদ শর্মিলার জ্বর না কমার কারণে পরিবারের লোকজন চিন্তিত হয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে তার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় তার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু রয়েছে। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা শুরু করে। প্রত্যন্ত এলাকার গিরিবাসীদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছড়ালেও এক্ষেত্রে নির্বিকার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে শুরু করে মহাকুমার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তা-ব্যাক্তিরা।

এদিকে সংবাদে আরো জানা গেছে, শর্মিলা রিয়াংয়ের মতো অনেকেই কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজ সহ আশপাশ এলাকায় জ্বর নিয়ে ভুগছে শিশু থেকে বৃদ্ধরাও বলে খবর।

একদিকে যেমন অর্থের অভাব অন্যদিকে হাজরাপাড়া এলাকায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি প্রায়শই বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। তাছাড়া গিরিবাসীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে বরাবরই। এলাকাবাসীদের তরফ থেকে বারবার তেলিয়ামুড়া স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য আবেদন জানানো হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক কোন প্রকার ব্যাবস্থা গ্রহণ করে না বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এদিকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়,, প্রতিনিয়তই এক''দুজন করে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসে। একাংশ এলাকাবাসীর দাবি, মহাকুমার স্বাস্থ্য প্রশাসন যেন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এলাকাগুলিতে কমপক্ষে একটি করে সচেতনতামূলক এবং স্বাস্থ্য শিবির করে। এক্ষেত্রে উপকৃত হবে গিরিবাসী অংশের মানুষজন।

এনএইচএমের এমডি-কে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। আজ তিন দফা দাবির ভিত্তিতে এনএইচএম এর এমডি এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছে অল ত্রিপুরা বিএইচএমএস ডক্টর এসোসিয়েশন। এদিন রাজধানীর প্যালেস কম্পাউন্ড এলাকায় অবস্থিত এনএইচএম এর এমডির কাছে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। তাদের দাবি, আসাম , মিজোরাম , অরুণাচল, মেঘালয় সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলির ন্যায় ত্রিপুরাতেও বিএইচএমএস কমিউনিটি হেলথ অফিসার আয়ুস এর মাধ্যমে ডক্টরদের নিয়োগ করার করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চাকরির দাবিতে তারা দপ্তরে ঘুরপাক খাচ্ছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু তাদের নিয়োগ সম্পর্কে সঠিকভাবে কোন কিছু বলা হচ্ছে না। এর আগেও বারকয়েক তারা ডেপুটেশন প্রদান করেছেন। কিন্তু শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছে না সংশ্লিষ্ট দপ্তর। তাই অতিসত্বর রাজ্যের বেকার ডাক্তারদের কর্ম সংস্থানের জন্য দাবি জানিয়েছেন তারা। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যে প্রায় ৫০০ জন হোমিপ্যাথিক ডাক্তার পড়াশোনা শেষ করে চাকরির আশায় বসে আছেন। রাজ্যবাসীর স্বার্থে শূন্যপদ পূরন করে চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো উন্নত করার দাবি উঠেছে।

উপনির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস হচ্ছে, অভিযোগ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। উপনির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে শাসক দলে ভাঙ্গন। আজ বিজেপি ওবিসি মোর্চার রাজ্য কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার সুব্রত চৌধুরী তৃণমূলে যোগদান করেছেন। এদিন আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি যোগদান করেছেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুবল ভৌমিক, কোর কমিটির সদস্যা সুস্মিতা দেব এবং ত্রিপুরার দায়িত্বে থাকা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যে উপ নির্বাচনের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন। রাজীব বন্দোপাধ্যায়ের কথায়, উপ নির্বাচনের আগেই রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। নির্বাচনী এলাকায় যেভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে তা নির্বাচন কমিশনের গোচরে নেওয়া হয়েছে। যদি কোনো বিচার না পান এবং আবার তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হয় তাহলে রাস্তায় নেমে জনমত সংগ্রহ করে প্রতিকার চাইবে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্ব রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তার অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে এক কর্মীকে তৃণমূল করার দায়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে বাইক বাহিনী এবং সেই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন সহ নির্বাচনী প্রচার সজ্জা নষ্ট করেছে। বিগত লোকসভা, পুর নির্বাচনের মতো সন্ত্রাস করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কোণঠাসা করতে চাইছে। এগুলি তৃণমূল কংগ্রেস মুখ বুঝে সহ্য করবে না। নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনকে অবগত করা হয়েছে। প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাতে জনমত সংগ্রহ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

দেশে ১৯৪.৭৬ কোটি ডোজ অ্যান্টি-করোনাভাইরাস ভ্যাকসিন হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : জাতীয় কোভিড টিকাকরণ অভিযানের অধীনে সারা দেশে এখনও পর্যন্ত ১৯৪.৭৬ কোটিরও বেশি কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক শুক্রবার জানিয়েছে, এদিন সকাল ৭ টা পর্যন্ত ১৯৪ কোটি ৭৬ লাখ ৪২ হাজার ৯৯২ টি টিকা দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রক জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় কোভিড সংক্রমণের ৭,৫৮৪ জন নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা গতকালের থেকে সাড়ে ৩ হাজার বেশি। এ নিয়ে দেশে করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার ২৬৭ জন।এটি সংক্রামিত মামলার ০.০৮ শতাংশ। দৈনিক সংক্রমণের হার ২.২৬ শতাংশে উঠেছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৯২ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মাত্র ৩ হাজার ৭৯১ জন। সুস্থতার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৭০ শতাংশ।

বিজেপির বিশালগড় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বেনিফিসিয়ারী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুন।। শুক্রবার বিজেপির বিশালগড় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বেনিফিসিয়ারী সম্মেলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অফিসটিলা টাউন হলে আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বি এল বার্মা উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সহ-সভাপতি এবং খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য, বিজেপির প্রদেশ সম্পাদক রতন ঘোষ, জেলা সহ প্রভারি মৌসুমী দাস, বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ, বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব প্রমুখ। কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী বিএল বার্মা আরো বলেন কংগ্রেসের ১০ বছর ছিল ভ্রষ্টাচারের শাসন। মানুষ হতাশায় ভুগছিলো। একসময় কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বলতেন দিল্লি থেকে ১০০ টাকা পাঠালে রাজ্যে মাত্র ১০ টাকা পৌঁছে। বাকি ৯০ টাকা গায়েব হয়ে যায়। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর মানুষ নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পেয়েছে। মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। এখন সরকারি টাকা সরাসরি মানুষের ব্যাংক একাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে। গরিব মানুষ তার অধিকার ফিরে পেয়েছে। এই আট বছরে ২ কোটি ৩৯ লাখ ঘর দেয়া হয়েছে সারাদেশে। সকল মা বোনের জন্য শৌচালয় এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষে কাজ শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে বছরে ছয় হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি সার বীজ বিতরণ, স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে গরিব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত আড়াই বছর ধরে ৮০ কোটি মানুষকে রেশন দেয়া হয়েছে। বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে। এ ভ্যাকসিন নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল বিরোধীরা। সরকার মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে ভ্যাকসিন প্রদান করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারত একসময় বঞ্চনার শিকার ছিল। সেই উত্তর-পূর্ব ভারতের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুধু কাজ করছে না। নজরদারি করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্রতি মাসে পাঠিয়ে উন্নয়ন মূলক কাজের তদারকি করছেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর পূর্ব ভারতের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিমান এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। আগরতলা বাংলাদেশ রেল লাইনের কাজ শেষ হওয়ার পথে। আগরতলা এয়ারপোর্ট আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আগরতলার সঙ্গে দিল্লি এবং সারাদেশের সবগুলি রাজ্যের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মোদিজী উত্তর পূর্ব ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। বেনিফিসিয়ারী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন সুশাসন সেবা এবং গরিব কল্যাণ এ তিনটি বিষয়ের উপর কাজ হয়েছে আট বছর। বিরোধী দলগুলি জনধন একাউন্ট নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন। এরপরেও ৪৫ কোটি মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়েছে জিরো ব্যালেন্সে। গরীব মানুষের কাছে ব্যাংকের খাতা ছিল না বলেই চিটফান্ড কোম্পানি মানুষের কষ্টার্জিত টাকা লুটপাট করেছে।জনধন একাউন্ট নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ছিলেন সিপিএমের নেতারা। আজ সেই জনধন একাউন্টে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা থেকে শুরু করে সরকারি সব ধরনের সহায়তা রাশি পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। পাঁচ বছরে রাজ্যে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার ঘর প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলছে। বর্তমান বিজেপি সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২০ টাকা ৪০ পয়সা কেজি দরে ধান কিনছে। ত্রিপুরার বিমান বন্দরের নামকরন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে করার জন্য মোদীজি বিশেষ ক্যাবিনেট করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গরিব মানুষ তার অধিকার ফিরে পেয়েছে। সম্মান পেয়েছে। বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, পানীয় জলের সংযোগ ইত্যাদি সব ধরনের সহযোগিতা রাজনীতির রঙ না দেখে প্রদান করা হচ্ছে। ১৩০ কোটি ভারতবাসীর উন্নয়নে কাজ করছে প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিএল বার্লা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পাঠিয়েছেন সরকারি প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছেছে কি-না জানার জন্য। শুক্রবার এই সম্মেলনে বেনিফিসারিদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।